প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৬ ❖ ১ - ৭ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মহান মে দিবস

আদর্শ পিতা ও শ্রমিক 'সাধু যোসেফ'

ঈদ মোবারক

সবকিছু ভুলে ঈদ হোক দিল খুলে

"দাও প্রভু দাও তাদের অনন্ত জীবন"

'এডুওয়ার্ড ফ্যামিলি'র প্রয়াত প্রিয়জনদের আত্মাকে হে প্রভু, অনন্ত শান্তি দাও

মি. এডুওয়ার্ড ডি'কস্তা
স্বামী
জন্ম : ১৭ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ

মি. ফ্লেভিয়ান ফারনানডেছ
বড় জামাতা
জন্ম : ১৪ নভেম্বর ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

মি. বিমল নিকোলাস রোজারিও
মেজো জামাতা
জন্ম : ৭ অক্টোবর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মিসেস ঝর্ণা ভরোথী কস্তা
মেজো বৌমা
জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬ আগষ্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

শোকার্ত এডুওয়ার্ড ফ্যামিলি

স্ত্রী: মিসেস শান্তি হেলেন ডি'কস্তা
ছেলে: নির্মল, বিমল, শ্যামল ও ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা সিএসসি
মেয়ে: স্মৃতি, শুক্লা ও নয়ন মেরী কস্তা
গ্রাম: দড়িপাড়া (সাহেব বাড়ী), পো:অ: কালিগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর

বিজ্ঞ/২২৩/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ১৬
১ - ৭ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৮ - ২৪ মে, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
পিটার ডেভিড পালমা
ছনি মজেছ ডি রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ঈদের আনন্দের পূর্ণতা সহভাগিতায়-সহযোগিতায়

আনন্দ ও সহমর্মিতার বার্তা নিয়ে খুশির ঈদ আসন্ন। 'ঈদ' আরবি শব্দটির বাংলা অর্থ খুশি, আনন্দ, আনন্দোৎসব ইত্যাদি। আর ফিতর অর্থ রোজা ভাঙা, খাওয়া ইত্যাদি। তাহলে ঈদুল ফিতর অর্থ দাঁড়ায় রোজা শেষ হওয়ার আনন্দ। মাসব্যাপী রোজা ও সিয়াম সাধনায় মগ্ন থেকে নিজের পরিবর্তন ও উন্নয়নের উর্ধ্বগতি দেখেও একজন ব্যক্তি নির্মল আনন্দ পেতে পারে। রোজা রাখা কষ্টকর হলেও তা রাখতে পারাটা আনন্দের ব্যাপার। লক্ষ্যণীয় যে, রোজা রাখার ব্যাপারেও একজন আরেকজনকে সহযোগিতা করেন এবং ইফতারির সময় পারস্পরিক সহভাগিতার প্রায়শই প্রকাশ ঘটে।

মুসলিমগণ সৃষ্টিকর্তার বা আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঈদ পালন করে থাকেন। ঈশ্বরপ্রেমিকের আনন্দ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সঙ্গে যুক্ত। একজন মুসলিম রোজাদারের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হলো আল্লাহ্‌তালার আদেশ অনুযায়ী মাসব্যাপী রোজা রাখার সুযোগ পাওয়া । সুযোগ দানের খুশিতে রমজান মাসের শেষে ঈদের আনন্দে মাতে সকল মুসলিম ভাইবোনেরা।

ঈদ উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তের মুসলিমগণ পারস্পরিক সহযোগিতায় একপ্রাণ হবেন এটিই প্রত্যাশা করা হয়। ঈদ মনকে দেয় আনন্দ। বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় ভালোবাসা-প্রীতি। আত্মীয়দের প্রতি তৈরি করে সহানুভূতি। সর্বোপরি মানুষের অন্তরে দয়া-মমতার বার্তা নিয়ে আসে দিনটি। এ দিনে ভুলে যায় ভেদাভেদ ও হিংসা-বিদ্বেষ। একে অপরের সঙ্গে হাত কিংবা বুক মেলায়। এক কাতারে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় মগ্ন হয়। সামাজিক এই বন্ধন সুদৃঢ় করাই ঈদের মূলবার্তা। ঈদের অন্যতম সামাজিক উদ্দেশ্য হলো, সমাজের অসহায়-নিঃস্ব মানুষকে সহযোগিতা করা। প্রতিটি ঘরে আনন্দ ও খুশিকে ছড়িয়ে দেওয়া। গরীব-দুঃখী আত্মীয় ও প্রতিবেশিদের আনন্দের শরীক হতে সাহায্য করা । বাস্তবে এই উদ্দেশ্য সাধন কতটা বাস্তবায়িত হয় তা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও অনেক বিত্তবান ও চিত্তবান ব্যক্তি গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করেন ও তাদের মুখে একটু সময়ের জন্য হলেও হাসি ফুটানোর চেষ্টা করেন। তবে অনেকে দান-খয়রাত করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করেন। দানের চেয়ে দেখানোতেই ব্যস্ত থাকেন এবং তা করতে পেরে আনন্দ পান। এ ধরণের হীন আনন্দ গ্রহণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। ছোট-বড়, ধনী-গরীব, সুশ্রী-কুশ্রী সকলেই ঈদে আনন্দ করতে পারলেই তা হবে খুশির ঈদ। ঈদের সময় অসহায়-দরিদ্র পরিবারকে সহযোগিতার অনেক উদ্যোগ দেখা যায়: কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং স্বল্পকালীন্ ঈদের আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী করতে চাইলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতাও সবসময়ের জন্য করতে হবে।

ঈদের মানবিক উদ্দেশ্য হলো পৃথিবীর নানা দেশ, জাতি ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা সত্ত্বেও সবার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ মনোবল গড়ে তোলা। সমাজে আনন্দ-উৎসাহের দারুণ এক চিত্র ফুটে ওঠে প্রতিটি ঈদে। তাই মুসলিম সমাজে আনন্দ প্রকাশের ক্ষেত্রে যেমন একতা থাকে, ঠিক তেমনি দুঃখ-কষ্টের সময়েও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে একতা থাকা চাই।

ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল ঈদ উপলক্ষে বাণীতে পারস্পরিক সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন, সহভাগিতা শুধু বস্তুগত জিনিষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বোপরি, সহভাগিতায় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে একে অন্যের আনন্দ-বেদনা যা প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটি অংশ। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস উপদেশ দিয়ে বলেন, সহভাগিতায় ব্যথা-বেদনা সমানভাবে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সহভাগিতায় আনন্দ হয় দ্বিগুণ। আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা হল যে, আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশি ভাইবোন ও বন্ধু-বান্ধবদের আনন্দ ও দুঃখ-বেদনার অংশী হই, তাদের আনন্দ-বেদনার সাথে আমাদের সহভাগিতাকে চলমান রাখি; কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা তো প্রত্যেক ব্যক্তি এবং গোটা বিশ্বকেই আলিঙ্গন করে। ঈদের আনন্দের সহভাগিতা চলমান থাকুক প্রতিদিন, সর্বক্ষণ সবার মাঝে।

১ মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস। সকল শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালোবাসা প্রকাশ করি। শ্রমিকরা আছেন বলেই বিশ্ব চলমান। এই দিনসহ সবসময়ে স্মরণে রাখি শ্রমের মর্যাদা কাজ করার স্পৃহা জাগায়। শ্রমকে মর্যাদা দানের সাথে সাথে শ্রমিকের মর্যাদা দানও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের শ্রম দান তার অহংকার ও মর্যাদার প্রতীক। সকল ধরণের কাজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সমাজে। তাই সকল কাজেরই মর্যাদা রয়েছে। কাজের মধ্যদিয়ে আনন্দ পেলে কাজ হয়ে ওঠে সেবা। আসলে আমরা প্রত্যেকেই কাজের মধ্যদিয়ে সমাজে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। এবোধটি জাগ্রত হলেই কর্ম ও শ্রমের মর্যাদা প্রসারিত হবে। আনন্দচিত্তে কাজ করার পরিবেশ রচনা করা ও আনন্দপূর্ণ কর্মী তৈরি করতে পারলেই যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব॥ †

তিনি তাঁদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন আর প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না।
-যোহন ২১:৬

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

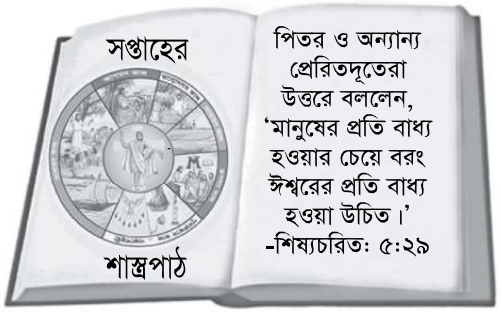

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১ - ৭ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১ মে, রবিবার
শিষ্য ৫: ২৭-৩৩, ৪০-৪১, সাম ৩০: ১, ৩-৫, ১১-১২, প্রত্যা: ৫: ১১-১৪, যোহন ২১: ১-১৯ (সংক্ষিপ্ত: ২১: ১-১৪)
বিশ্ব শ্রমিক দিবস / মে দিবস

২ মে, সোমবার
সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও আচার্য, স্মরণদিবস
শিষ্য ৬: ৮-১৫, সাম ১১৯: ২৩-২৪, ২৬-২৭, ২৯-৩০, যোহন ৬: ২২-২৯

৩ মে, মঙ্গলবার
সাধু ফিলিপ ও সাধু যাকোব, প্রেরিতশিষ্য, *পর্ব*
১ করি ১৫: ১-৮, সাম ১৯: ১-৪, যোহন ১৪: ৬-১৪

৪ মে, বুধবার
শিষ্য ৮: ১-৮, সাম ৬৬: ১-৩, ৪-৭, যোহন ৬: ৩৫-৪০

৫ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্য ৮: ২৬-৪০, সাম ৬৬: ৮-৯, ১৬-১৭, ২০, যোহন ৬: ৪৪-৫১

৬ মে, শুক্রবার
শিষ্য ৯: ১-২০, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ৬: ৫২-৫৯
আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

৭ শনিবার
শিষ্যচরিত ৯: ৩১-৪২, সাম ১১৬: ১২-১৭, যোহন ৬: ৬০-৬৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১ মে, রবিবার
+ ১৯৭০ ফাদার যোসেফ সেন্ট মার্টিন সিএসসি

২ মে, সোমবার
+ ১৯৪৫ ফাদার বি. ভালেন্টিনো বেলজেরি (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সিস্টার ইউলালি মাঁসো সিএসসি

৩ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৬ ফাদার জেমস মেকগার্ভে সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার জুড কস্তেল্লো সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফাদার পল গমেজ (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার বারট্রাম নেলসন সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৪ মে, বুধবার
+ ১৯৭০ সিস্টার লাওরা থিভার্জ সিএসসি
+ ১৯৯৬ ফাদার লুইজি বেল্লিনী পিমে (দিনাজপুর)

৫ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭১ সিস্টার লিলিয়ান ব্রোনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার যোসেফিন হাঁসদা সিআইসি (দিনাজপুর)

৬ মে, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ সিস্টার বার্থোলমেয়া হালদার এসসি (খুলনা)

ধারা - ৩
খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

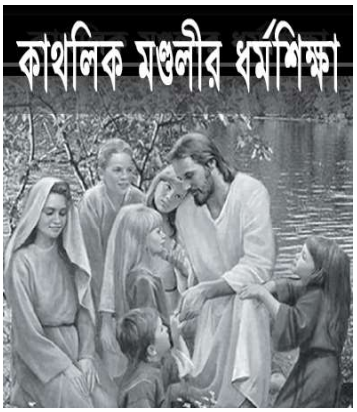

১৩৭৫ : রুটি ও দ্রাক্ষারস খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিবর্তনের দ্বারাই এই সংস্কারে খ্রীষ্ট উপস্থিত হন। খ্রীষ্টের বাণী ও পবিত্র আত্মার কাজ এই পরিবর্তন ঘটানোর কর্যকরী ক্ষমতা রাখে খ্রীষ্টমণ্ডলীর এই বিশ্বাসকে মণ্ডলীর পিতৃগণ দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। সাধু যোহন খ্রীসোস্তম তাই ঘোষণা করেন: উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসামগ্রী খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয় মানুষের দ্বারা নয়, বরং সেই খ্রীষ্টের দ্বারা যিনি আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। যাজক, খ্রীষ্টের ভূমিকায় এই বাক্যগুলো উচ্চারণ করেন, কিন্তু এ সবের শক্তি ও অনুগ্রহ ঈশ্বরেরই। তিনি বলেন 'এ আমার দেহ'। এই কথাই উৎসর্গীকৃত দ্রব্যগুলোর রূপান্তর ঘটায়।

এই পরিবর্তন সম্পর্কে সাধু আমব্রোজ বলেন: দৃঢ়বিশ্বাসী হও যে, এটা প্রকৃতি ঘটায়নি, কিন্তু আশীর্বাদই তা পবিত্রীকৃত করেছে। আশীর্বাদের ক্ষমতা প্রকৃতির উর্ধ্বে থাকে, কারণ আশীর্বাদের দ্বারা প্রকৃতিই পরিবর্তিত হয়। খ্রীষ্টের বাণী যদি, যা ছিল না, সেই শূন্যতা থেকে নতুন সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে সেই বাণী কি, বর্তমান দ্রব্যকে, যা অতীতে ছিলনা তা পরিবর্তন করতে পারে না? কোন দ্রব্যের প্রকৃতির পরিবর্তন করা, কোন দ্রব্যের আদিরূপ দেওয়ার কাজের চেয়ে কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়।

১৩৭৬ : ট্রেন্ট মহাসভায় কাথলিক বিশ্বাসের সারসংক্ষেপ এভাবে ঘোষণা করে: "যেহেতু আমাদের মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট বলেছেন যে, রুটির আকারে তাঁর প্রকৃত দেহই তিনি উৎসর্গ করেছেন, ঈশ্বরের মণ্ডলী সর্বদা এই বিশ্বাসই করে আসছে এবং এই পুণ্য মহাসভা এখন পুনরায় ঘোষণা কারছে যে, রুটি ও দ্রাক্ষারস উৎসর্গীকরণের দ্বারা, রুটির সমস্ত দ্রব্যসত্তা পরিবর্তিত হয়ে আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের দেহের সত্তায়, এবং দ্রাক্ষারসের সমস্ত দ্রব্যসত্তা পরিবর্তিত হয়ে তাঁর রক্তের সত্তায় পরিণত হয়। এই পরিবর্তনকে পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী যথার্থ ও সঠিকভাবে দ্রব্যান্তরীকরণ বলে আখ্যায়িত করেছে।"

১৩৭৭ : খ্রীষ্টের খ্রীষ্টপ্রসাদীয় উপস্থিতি শুরু হয় উৎসর্গীকরণের মুহূর্ত থেকে, আর তা বলবৎ থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্টপ্রসাদীয় দ্রব্যের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। খ্রীষ্ট সামগ্রিক ও সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত থাকেন উৎসর্গীকৃত প্রতিটি দ্রব্যে এবং সামগ্রিক ও সম্পূর্ণভাবে তিনি উপস্থিত থাকেন দ্রব্যের প্রতিটি অংশে, এমনভাবে, রুটি খণ্ডন খ্রীষ্টকে বিভক্ত করে না।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

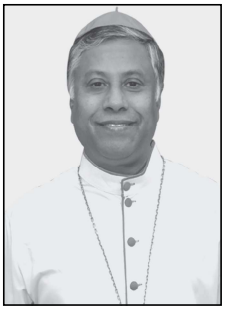

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছে। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি। - *সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

বি: দ্র: বিশ্ব শ্রমিক দিবস, পবিত্র ঈদুল ফিতর ও সাপ্তাহিক সাধারণ ছুটি উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ০১ - ০৬ মে বন্ধ থাকবে এবং ০৭ তারিখ যথারীতি অফিস খোলা থাকবে।
সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরবর্তী বিশেষ সংখ্যা (সংখ্যা-১৭) ১৫ মে প্রকাশ পাবে। - **সাপ্তাহিক প্রতিবেশী**

পবিত্র রমজান ও পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ভাতিকানের আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল থেকে প্রাপ্ত শুভেচ্ছা-বাণী

আনন্দ ও দুঃখ-বেদনার সহভাগিতায় খ্রিস্টান ও মুসলমান

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

কোভিড-১৯ এর কারণে বিশ্বমহামারি যে আমাদের বহু পরিবারের আত্মীয়স্বজনসহ পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে কোটি কোটি প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছে সে-তো আমাদের জানাই আছে। অনেকেই অসুস্থ হয়ে আবার সুস্থ হয়েছেন বটে; তবে করোনা ভাইরাসের কবলে পড়ে যে দুর্বিসহ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা-বেদনা এর অভিজ্ঞতা তারা করেছেন। আপনারা পবিত্র রমজান মাসের সিয়াম সাধনা ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন এবং এর চূড়ান্ত পর্যায়ে হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন। রমজান ও ঈদুল ফিতর, এই সময়টিতে আমাদের কৃতজ্ঞ অন্তরের চিন্তা-চেতনা চলে যায় ঈশ্বরের দিকে যিনি তাঁর ঐশ ইচ্ছায় আমাদের সবাইকে করোনার এই বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এই সময়টিতে আমরা প্রার্থনা করি তাদের জন্যে যারা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং যারা অসুস্থ হয়ে দুঃখ-বেদনা ও প্রত্যাশা নিয়ে দিন অতিবাহিত করছেন।

বিশ্বমহামারি এবং আমাদের জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে এর যে ভয়াবহ ফলাফল, তা আমাদের সামনে এক নতুন ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ তুলে ধরেছে তা হল পারস্পরিক সহভাগিতা। এই জন্যেই আমরা চিন্তা করলাম যে, ঈদ উপলক্ষ্যে এই যে শুভেচ্ছা-বাণী আমরা আপনাদের প্রত্যেকের কাছে প্রফুল্লচিত্তে প্রেরণ করছি, সেই বাণীর মধ্যে উক্ত মূল্যবোধটি উপস্থাপন করার একটি উপযুক্ত সময় ও সুযোগ।

প্রথমেই বলতে পারি যে, ঈশ্বরের যে-সকল দান আমরা সবাই সহভাগিতা করি তা হল: বায়ু, জল, জীবন, খাদ্য, আশ্রয়স্থান, চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যা ক্ষেত্রে অভিনব উন্নতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলীর উন্নয়নের ফলাফল এবং এগুলোর ফলপ্রসূ প্রয়োগ, বিশ্বের রহস্যসমূহের চলমান আবিষ্কার এবং আরো অনেক কিছু। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এমন উদারতা ও বদান্যতা আমাদের চিন্তা-চেতনাকে ঈশ্বরের দিকে তুলে ধরে, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় ভরে ওঠে এবং একই সময়ে আমাদের ভাই-বোনদের সাথে, বিশেষভাবে যারা বিভিন্নভাবে অভাবগ্রস্ত তাদের সাথে ঈশ্বরের এই দানগুলো সহভাগিতা করতে আমাদেরকে উৎসাহিত করে। এটা একান্ত বাস্তব-সত্য যে, বিশ্ব মহামারির কারণে অনেকেই চাকুরী হারিয়েছে, অনেকেই আর্থিক ও সামাজিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত; জনগণের এমন দরিদ্রতা ও অনিশ্চিয়তার পরিস্থিতিই সহভাগিতার মনোভাবকে আমাদের মধ্যে অধিকতর জাগ্রত করে তোলে এবং সহভাগিতা করা আমাদের কর্তব্যকে অধিকতর জরুরী হিসাবে দেখা দেয়।

সহভাগিতা করার সুগভীর প্রেরণা সেই চেতনা থেকেই বেরিয়ে আসে, যেখানে রয়েছে একটি সত্য, আর তা হল: আমরা সকলেই যে-যেমন এবং আমাদের যা-কিছু আছে তা সবই ঈশ্বরের দান এবং ফলশ্রুতিতে, আমাদের কর্তব্য, আমাদের সকল মেধা-প্রতিভা আমাদের ভাই-বোনদের সেবায় ব্যবহার করা, আমাদের যা আছে তা-ই তাদের সাথে সহভাগিতা করা।

অন্যদের প্রতি খাঁটি অনুভব এবং ফলপ্রসূ দরদ বা মমতা থেকেই জেগে ওঠে সহভাগিতা করার সর্বোত্তম ধরন বা অবস্থা। এই প্রসঙ্গে পবিত্র বাইবেলের নতুন নিয়মে আমরা একটি অর্থপূর্ণ চ্যালেঞ্জ খুঁজে পাই: "যার পার্থিব সম্পদ রয়েছে, সে যদি তার ভাইকে অভাবগ্রস্ত দেখেও তার সামনে হৃদয়ের দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়, তাহলে ঈশ্বর-প্রেম তার অন্তরে থাকবে কেমন করে? আমার স্নেহের সন্তানেরা, আমরা যেন পরস্পরকে ভালবাসি কথায় নয়, মুখেও নয়, বরং কাজে, আন্তরিক ভাবে" *(১ যোহন ৩:১৭-১৮)*।

তবে সহভাগিতা শুধু বস্তুগত জিনিষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বোপরি, এখানে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে একে অন্যের আনন্দ-বেদনা যা প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই একটি অংশ। সাধু পল রোমীয় খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছেন, "যারা আনন্দ করে, তাদের সাথে আনন্দ কর, যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ *(রোমীয় ১২:১৫)*। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস, তাঁর দিক থেকে নিশ্চিত করেছেন যে, সহভাগিতায় ব্যথা-বেদনা সমানভাবে বিভক্ত হয়ে যায় এবং সহভাগিতায় আনন্দ হয় দ্বিগুণ (প্রসঙ্গ Scholas Occurentes এর ছাত্রদের সাথে পোপের সাক্ষাত, ১১ মে ২০১৮)।

হৃদয়ের অনুভব থেকেই জেগে ওঠে সহভাগিতা করার মনোভাব ও অনুভূতি বিশেষভাবে প্রধান প্রধান ঘটনাকে কেন্দ্র করে: আনন্দ বা দুঃখপূর্ণ ঘটনা, আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশিদের জীবনের ঘটনা, যারা অন্য ধর্মের তাদের জীবনের ঘটনা- ও এইভাবে তাদের আনন্দ হয়ে ওঠে আমাদের আনন্দ, তাদের দুঃখ-বোদনাও হয়ে ওঠে আমাদের দুঃখ-বেদনা।

সহভাগিতাপূর্ণ আনন্দগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন, একটি শিশুর জন্ম, কারো কোন রোগ থেকে সুস্থ হইয়ে ওঠা, বিদ্যাশিক্ষায়, কোন কাজে বা ব্যবসায় সফলতা, একটি ভ্রমণ থেকে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন; এবং এমন ধরণের আরো অনেক উপলক্ষ্য নিশ্চয়ই রয়েছে। আরো রয়েছে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের জন্য এক বিশেষ ধরণের আনন্দ: তার মধ্যে একটি হল প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন। এমনসব উৎসব উপলক্ষ্যে যখন আমরা অন্য ধর্মাবলম্বী বন্ধুদের ও প্রতিবেশিদের সাথে সাক্ষাৎ করি বা তাদেরকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি, আমরা তখন উৎসব উদ্‌যাপনের তাদের যে আনন্দ, আমরা তাদের সাথে সেই আনন্দের সহভাগিতা করি। তবে এটাও সত্য যে, এখানে উদ্‌যাপিত উপলক্ষ্য কেন্দ্রিক ধর্মীয় দিক বা ধরণ নিজেদের ক'রে আরোপ করার কোন অবকাশই নেই।

সহভাগিতাপূর্ণ দুঃখ-বেদনাগুলো হচ্ছে: সর্বপ্রথম, আমাদের খুব কাছের কোন এক ব্যক্তির মৃত্যু, পরিবারের কোন সদস্যের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, কারো চাকুরী হারানো, কোন প্রকল্প বা ব্যবসায় ব্যর্থতা বা ক্ষতি, আরো হতে পারে পরিবারে এমন কোন সংকট বা সমস্যা যা অনেক সময় পরিবারে এনে দেয় বিভক্তি। এটা খুবই স্বাভাবিক ও মানবিক যে, আনন্দ ও শান্তির মুহূর্তগুলোর চাইতে বিভিন্ন সংকট ও দুঃখ-বেদনার পরিস্থিতিতেই আমাদের বন্ধুবান্ধবের সাথে আমাদের নৈকট্য ও একতা অধিক প্রয়োজন।

সুপ্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আমাদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা হল যে, আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশি ভাই-বোন ও বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ ও দুঃখ-বেদনার অংশী হই, তাদের আনন্দ-বেদনার সাথে আমাদের সহভাগিতাকে চলমান রাখি; কেননা ঈশ্বরের ভালবাসা তো প্রত্যেক ব্যক্তি এবং গোটা বিশ্বকেই আলিঙ্গন করে।

উপরোক্ত বিষয়টির আলোকে প্রবাহিত আমাদের সহভাগিতাপূর্ণ মানবতা ও ভ্রাতৃত্ব'র চিহ্ন স্বরূপ আপনাদের জন্য কামনা করি এক শান্তিপূর্ণ ও ফলদায়ক একটি রমজান মাস এবং এক আনন্দপূর্ণ ঈদুল ফিতর উৎসব উদ্‌যাপন।

মিগুয়েল এঞ্জেল কার্ডিনাল আইউসো গুইস্কোট, এমসিসিজে
প্রেসিডেন্ট
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

মন্সিনিয়র ইন্দুনিল কদিথুয়াক্কু জানাকারাৎনে কানকানামালাগে
সেক্রেটারী
আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিল

ভাষান্তর: ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, সেক্রেটারী, সিবিসিবি খ্রিস্টীয় ঐক্য ও সংলাপ কমিশন

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে
মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী - ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও আনন্দময় পার্বণ ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মুসলিম ভাই-বোনদের বাংলাদেশ কাথলিক চার্চ ও খ্রিস্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশনের পক্ষ থেকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা - ভক্তিপূর্ণ সালাম, খুশীর ঈদ মোবারক জানাচ্ছি।

বিভিন্ন দিক থেকে এই ঈদুল ফিতর পার্বণটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। রমজান মাস ত্যাগ তিতিক্ষায় উজ্জ্বল একটি মাস এ সময় বিশ্বসীগণ আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যদিয়ে আত্মশুদ্ধির পথে পরিচালিত হয়। পাপ, অসত্য ও অন্যায়কে জয় করে সত্য, ন্যায় ও ধর্মের পথে জীবন যাপন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। এটা একটা এমনই বিশেষ সময় যখন মুসলিম ভাই-বোনেরা নামাজ, রোজা, জাকাত দানের মধ্যে পরম করুণাময়ের নৈকট্য ও গভীর সান্নিধ্য লাভ করে। সিয়াম সাধনার মাসটি হলো: আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত লাভের মাস। এই রমজান মাসের শেষ দিকে নবী হজরত মুহাম্মদ কোরান লাভ করেন। তাই এই মাসকে কোরান নাজিলের মাসও বলা হয় *(জনকণ্ঠ: পৃ: ৪, ২৬ মে, ২০১৭)*। এই পবিত্র কোরানের মধ্যদিয়ে মানব জাতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে স্রষ্টার করুণা, ভালবাসা এবং পথ-নির্দেশনা। এই রোজার পর ঈদের দিনটি সত্যি অত্যন্ত আনন্দ ও মহাখুশীর দিন।

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মধ্যে অনেক মিল ও একতা রয়েছে। এই ধর্মগুলোর মধ্যে রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর মূল্যবোধ ও নৈতিকতা। তাই বিশ্বের এই দু'টো ধর্ম যদি একত্রে সহযোগিতার মধ্যদিয়ে কাজ করে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হবে। পোপ ফ্রান্সিস "আমরা ভাই-বোন" (Fratelli Tutti) এর মধ্যদিয়ে আমাদের সবাইকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান: এমন এক ভালবাসার চর্চা করা যা মানুষের ধর্ম, রাজনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতার সকল দেয়ালের উর্ধ্বে গিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং এই ভাবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই পত্রটি গোটা বিশ্বের সকল মানুষকে নিয়ে একটি মানব-পরিবার গঠন করতে উৎসাহিত করে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা থেকে বেড়িয়ে আসা এবং সবাইকে ভালবাসা ও অন্তর্ভুক্ত করা। আমরা সবাই আহূত ভাল এবং মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করতে। সৃষ্টিকর্তাই হলেন আমাদের অস্তিত্বের উৎস। এই ভিত্তিতেই আমরা পরস্পরের ভাই-বোন। এই আসন্ন ঈদ উপলক্ষে পোপ আমাদেরকে একে অপরের সাথে সহভাগিতার চর্চায় প্রবেশ করতে বলেন। ঈশ্বর যে উদারভাবে তাঁর দান আমাদের সাথে সহভাগিতা করেন ঠিক তেমনিভাবে কৃতজ্ঞতাসহকারে আমরাও যেন তাই করি। বিশেষ করে দরিদ্রদের সাথে এই সহভাগিতা যাতে শুধু বৈষয়িক বিষয়েই সীমাবদ্ধ না থাকে। আমরা যেন আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে এই সহভাগিতা করি। অন্যের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সহমর্মিতা থেকে এই ধরনের সহভাগিতা জন্ম নেয় ও গভীরতা লাভ করে। আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে আমরা একে অপরের সাথে আমাদের আনন্দ সহভাগিতা করি, একে অপরের সাথে মিলিত হই এমন কি অন্যের দুঃখের সহভাগী হই।

বিশ্বের এ দু'টি বড় ধর্মবিশ্বাসীগণ যদি একত্রিত হয়ে ধর্মীয় শিক্ষার আলোকে ভ্রাতৃত্ব, সুসম্পর্ক, সহভাগিতা ও সহ-অবস্থানকে গুরুত্ব দেই এবং সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করি এই লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তাহলে আমরা বিশ্বকে একটি শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রায়িক এক আনন্দপূর্ণ বিশ্বে রূপান্তরিত করতে পারবো। এই লক্ষ্যে আমাদেরকে একত্রে পথ চলতে শিখতে হবে নইলে লক্ষ্যচ্যুত হবো এবং আমরাই আমাদের নিজেদের ও অন্যের ধ্বংস ডেকে আনবো (পোপ দ্বিতীয় জন পল, ১৯৮৬, বিশ্ব প্রার্থনা সভা, আসিসি, ইতালী)। আমাদের এই কাজের মধ্যদিয়ে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হবেন। তখনই আমাদের ধর্মগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং ধর্মপালন স্বার্থক হবে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে আবারও সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

সভাপতি, খ্রীষ্টিয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ কমিশন

বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী

আদর্শ পিতা ও শ্রমিক 'সাধু যোসেফ'

ফাদার স্ট্যানলী কস্তা

পহেলা মে, বিশ্ব শ্রমিক দিবস, শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্বদিন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের শ্রমিকগণ তাদের কাজের মূল্যে বিশ্বব্যাপী মেহনতী মানুষের শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায্য মজুরি, আদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অনকে সাধু-সাধ্বীরই আবির্ভাব হয়েছে কিন্তু মারীয়া ব্যতীত একজনই আছেন যিনি ঈশ্বরের পুত্র যিশুর খুব আপন ও কাছের মানুষ। যিনি যিশুকে লালন-পালন করেছেন কোলে-কাঁধে করে মানুষ করেছেন একই টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করেছেন, একই ছাদের নিচে ঘুমিয়েছেন এবং একই সাথে অনেকগুলো বছর একই কাজ করেছেন। তিনি যিশুর পালক পিতা শ্রমিকদের প্রতিপালক সাধু যোসেফ। পোপ ৯ম পিউস কর্তৃক ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তাকে সর্বজনীন মণ্ডলীর প্রতিপালক ঘোষণা করা হয়; এছাড়াও তিনি অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বোহেমিয়া, কানাডা গির্জারও প্রতিপালক।

যোসেফ সম্বন্ধে বাইবেলে লেখা আছে, "যোসেফ ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন।" ঈশ্বর তাঁর নিজ পুত্রের লালন-পালনের দায়িত্ব যোসেফের উপর দিয়েছিলেন আর যোসেফ সে দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেছেন। তিনি ঐশ আদেশ অনুসারে মারীয়াকে গ্রহণ করেছেন, ঘরে এনেছেন যিশুকে নিজ পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে নিবিড় আদর-যত্নে, স্নেহ, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষায় মানব জাতির জন্য প্রস্তুত করেছেন।

যিশুকে যিশু করেছেন যোসেফ ও মারীয়া দু'জনে মিলে। মারীয়া ও যোসেফের সঙ্গে যিশুর ৩০ বছরের পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা। পরিবার হল স্বপ্নের নীড়, ভালবাসার আশ্রয়। নাজারেথে মারীয়ার বাড়িটি ছিল প্রার্থনার একটি আশ্রম, শিষ্যত্বের শিক্ষালয়, পুনর্মিলনের পুণ্যস্থান। সন্তান পিতা-মাতার কাছ থেকেই বিশ্বাস লাভ করে বিশ্বাসের গঠন পায়, শেখে প্রার্থনা, ক্ষমা, দয়া সহভাগিতা। যোসেফ ও মারীয়া শিশু যিশুকে নিয়ে গেছেন মন্দিরে উৎসর্গ করতে, বালক যিশুকে জেরুশালেম মন্দিরে পর্ব উদ্‌যাপন করতে। যে পরিবারে এক সাথে প্রার্থনা করে সে পরিবার একত্রে বাস করে। আমাদের আজ আবার একটি পারিবারিক আধ্যাত্মিকতা রচনা করতে হবে। যিশু প্রথমে যোসেফের কাছ থেকে গঠন পেয়েছেন, পরে শিষ্যদের মাধ্যমে আমাদের গঠন দিয়েছেন। যোসেফ কতটা আদর্শ হওয়ার ফলে ঈশ্বরপুত্র তাঁর অধীনে বড় হয়েছেন তা সত্যিই ধ্যানের বিষয়। যিশুর জন্য পিতা হিসেবে যতটুকু করার দরকার ছিল সবটুকুই করেছেন।

তাঁর মধ্যে পিতার দায়িত্বই প্রতিফলিত হয়েছে। কখনো স্বামীরূপে মা মারীয়ার সামনে উপস্থিত হননি, বরাবরই তিনি ধার্মিকতা ও পিতৃত্বের আদর্শে ও নম্রতায় পরিবারের দেখভাল করেছেন। পরিবারটিকে পুণ্য পরিবার করেই জগতে উপস্থিত করেছেন। "মানুষের দৃষ্টিতে যা তুচ্ছ ও নগণ্য তাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহান ও গণ্য।" সুতোর মিস্ত্রী কাজটি সমাজের চোখে অনেকটাই ছোট, তুচ্ছ কাজ মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটা হলো গঠন বা রূপদানের কাজ। এ কাজে প্রয়োজন হয় ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, সৌন্দর্য বোধ ও সৃজনশীলতা। একজন কাঠ মিস্ত্রী হিসাবে যোসেফ ঠিক তাই ছিলেন। তাই ঈশ্বর এমন একজনকে বেছে নিয়েছিলেন, যে তাঁর পুত্রকে সঠিক ভাবে গঠন দিতে পারবে। সাধু যেরোম বলেন, "ঈশ্বর সবচেয়ে সাধারণ মানুষের হাতে সর্বজ্ঞানী যিশুর লালন-পালনের ভার ও দায়িত্ব দিয়েছেন।"

সাধু যোসেফ সংসার কাজে কর্মঠ ব্যক্তি। সাধারণ কর্মী হয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ করেছেন, সামান্য আয় দিয়ে পরিবারের প্রতিপালন করেছেন। দেখিয়েছেন অল্পে কী করে খুশি হওয়া যায়। মানুষের দৃষ্টিতে যা তুচ্ছ ও নগণ্য তাই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহান ও গণ্য।

অন্যদিকে এই পেশায়/কাজে প্রকাশ পায় যোসেফের নম্রতা। রাজা দাউদ বংশের সন্তান যোসেফ সুতোর মিস্ত্রী এ পেশা বেছে নেয়ার মাধ্যমে তিনি কাজের মর্যাদা দিয়েছেন। যোসেফ বেকার নন, অলসও নন। তিনি খেটে খাওয়া শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষের আদর্শ। শুধু চাকরীই কাজ নয়, বর্তমান সমাজে কর্মবিমুখতা, অনেক। সাধু পৌল বলেন, "যে কাজ করেবেনা সে খাবে না।" ঈশ্বর সৃষ্টির সূচনাতে ৬ দিন কাজ করে একদিন বিশ্রাম করেছেন। ঈশ্বর দু'টো হাত দিয়েছেন কাজ করার জন্য, হাত গুটিয়ে বসে থাকার জন্যে নয়। ভিক্ষা করার জন্য নয়, অন্যের কাছে হাত পাতলে হাত দু'টির অমর্যাদা হয়।

প্রতিটি পরিবারই হলো এক একটি ফুলের বাগান। পিতা মাতা হলো ঐ বাগানের মালি। একজন ভাল মালি জানে কি করে বাগানের যত্ন নিতে হয়। মালির দক্ষতা ও পরিশ্রমের উপরই অনেকাংশে নির্ভর করে ঐ বাগানের রক্ত গোলাপ ফুটবে না ফুটবে বিষাক্ত ধুতরা ফুল।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পরিবারটি হলো শ্রমিক সাধু যোসেফের পরিবার। পবিত্র ও আদর্শ পরিবার গড়তে কোন অর্থের প্রাচুর্য নয় বরং প্রয়োজন সরলতা, নম্রতা ও ঈশ্বরের প্রতি গভীর আস্থা। সাধু যোসেফ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও, খুব বড় কোন জীবিকা না করেও, ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থেকে হয়ে উঠেছেন ঈশ্বরের মনোনীত জন, দায়িত্ব পেয়েছেন তারই পুত্রের লালন-পালনের ভার। আজ সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা করি এবং তার জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদের নিজেদের জীবন ও পরিবারকে আদর্শ, সুন্দর ও পবিত্র পরিবার রূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করি। সাধু যোসেফের আশীর্বাদ আমাদের জীবনকে আরো সুন্দর করুক, তাকে অনুসরণ ও অনুকরণে আমাদের প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠুক পবিত্র পরিবার, যিশু খ্রিস্টেরই পরিবার ॥ ৯০

৩৫তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২ ডিসেম্বর, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৩ মে, ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৫টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা

ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েস্তি

মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্‌স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল

নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/১২৮/২২

রোজা ও ঈদ উৎসব

আবু নেসার শাহীন

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোজা হচ্ছে তৃতীয় স্তম্ভ। রমজান মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে শুরু হয়। আবার চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ঈদুল ফিতর পালন করে মুসলিমগণ। রমজান ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রধান বাহন। এ মাসটিকে কেন্দ্র করে

মুসলমানরা অন্য সময় অপেক্ষা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে অধিকতর প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। রোজা মুসলমানদেরকে অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অসংযম, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্ম-অহংবোধ সর্বপ্রকার অনৈতিক কার্যকলাপে বিরত থাকার দীক্ষা প্রদান করে। মানুষের আত্ম পরিশুদ্ধির পথ বাতলে দেয়। সারা বিশ্বের মুসলমানদের অধিকতর ধার্মিক হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে ওঠে এই সময়ে। প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার সুযোগ তৈরি করে রোজা। সামনে খাবার থাকা সত্ত্বেও কেউ খায় না। দিনব্যাপী ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করে রোজা পালন করে। ফলে মানুষের মধ্যে ধৈর্য ধারণের প্রবণতা তৈরি হয়। রোজা মানবদেহের জাকাত। জাকাত আদায় করলে যেমন সম্পদ পবিত্র হয়ে যায় তেমনি রোজা পালনের মাধ্যমে মানুষের দেহ ও মন পবিত্র হয়ে যায়। আল্লাহভীরু বুদ্ধিমান বান্দারা এই সুযোগকে কখনও হাতছাড়া করবে না। কারণ এই মাসটিকে বলা হয় ইবাদতের বসন্তকাল। অর্থাৎ আরবি ঋতুরাজ। রোজাদার ব্যক্তি যতই প্রভাবশালী হোক না কেন রোজা পালন অবস্থায় সে তার নিজেকে সব দিক থেকে সামলে রাখবে। সে যে কোন পাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। আবার কাউকে ইফতার করালেও রোজাদারের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যাবে। রোজার মাস আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এ মাসেই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর ওপর পবিত্র কোরআন নাজিল হয়। রোজার মাসের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত লাইলাতুল কদর রয়েছে। এ রাত সারা বছরের শ্রেষ্ঠ রাত। এ রাতের ফজিলত হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। রমজান মাসে যে কোন মাসের চেয়ে দান-খয়রাত ও সদকার সওয়াব সত্তর গুণ বেশি। এই মাসে কর্মক্ষম সকল ব্যক্তিকে এবং তার পরিবারের অক্ষম ব্যক্তির ফিত্‌রা আদায় করতে হয়। ঈদুল ফিতর নামাজের আগে এটি পরিশোধ করতে হয়। যদি সকল সামর্থ্যবান মানুষ নিয়মিত জাকাত আদায় করতো তাহলে বিশ্বে একজন মুসলিমও অনাহারে-অর্ধাহারে, বস্ত্রহীন অবস্থায়, বিনা চিকিৎসায় মারা যেতো না।

ঈদুল ফিতর উৎসব এখন আর শুধু মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ধীরে ধীরে সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। ঈদকে ঘিরে গ্রাম বাংলায় আনন্দ মেলা, হাডুডু খেলা, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, লাঠি খেলা, নৌকা বাইচ ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। ঈদের বিশেষ বিখ্যাত গান কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা- 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে'। এ গানের কণ্ঠ দিয়েছেন সুর সম্রাট আব্বাসউদ্দীন। এ গান ছাড়া যেন উৎসব জমে না এবং গানটি সকল ধর্মের মানুষের কাছে প্রিয়। ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে রেডিও টেলিভিশনে এ গানটি বাজে। মানুষ ঈদ উৎসবের প্রস্তুতি নেয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রেডিওতে ঈদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এ অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা করেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রধান নৃপেন বন্দোপাধ্যায়। এ অনুষ্ঠানটিই বেতারের প্রথম স্বার্থক ঈদ অনুষ্ঠান। বাংলাদেশে ঈদ উৎসবের ইতিহাস কবে থেকে শুরু তা এখনও জানা যায়নি। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও সপ্তদশ শতকের কবি ভারত চন্দ্রের কবিতায় মুসলমানদের রোজা পালন সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এক সময় ঢাকা শহরে ঈদের চাঁদ দেখাও ছিল এক আনন্দময় ব্যাপার। চাঁদ দেখার পর তোপধ্বনির মাধ্যমে মানুষকে জানানো হতো এবং আরও দূরের মানুষকে জানানোর জন্য কামান দাগানো হতো। বাংলার সুবাদার শাহ্ সুজার নির্দেশে তার প্রধান আমত্য মীর আবুল কাশেম ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকায় একটি ঈদগাহ্ নির্মাণ করেন। মানুষ সমাজবদ্ধ। আনন্দ বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা, পাওয়া না পাওয়া সবকিছুরই ভাগ দিতে চায় মানুষকে। এ চাওয়া-পাওয়া, আনন্দ-বেদনার আদান- প্রদানের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষে মানুষে বৈষম্য ছিল। কিন্তু উৎসব কিছু সময়ের জন্য হলেও সে বৈষম্য কমিয়ে দেয়। ধনী-গরীব সকলের জন্য ঈদ উৎসব আনন্দময়। মানুষ এ দিনে আপনজনের সান্নিধ্য পেতে চায়। একটু সময় কাটাতে চায়। হাজার বাঁধা ডিঙিয়ে ছুটে যায় আপনজনের কাছে। সে এক অন্য রকম অনুভূতি। যেন বেহেশ্‌তি সুখ। সমগ্র সমাজব্যাপী ঈদের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে। এ জন্যই ঈদ এত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এত কাঙ্ক্ষিত উৎসব। ঈদের খুশির আবেদন এত গভীর।

এক মাস সুশৃঙ্খল আচার-আচরণের তীর ঘেঁষে আসে ঈদ । আসে আত্মশুদ্ধির সীমা পেরিয়ে। এ ঈদ কোন ব্যক্তিগত উৎসব না। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী ঈদ পালন করে। অভিজাত পরিবারে যেমন ঈদ আসে ঠিক তেমনি ঈদ আসে গরীবের ভাঙা ঘরে অনাবিল খুশির ডালা সাজিয়ে সবার তরে। একাধিক ধর্মের দেশ বাংলাদেশ। নানা ধর্মাবলম্বী মানুষ তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য ছুটি পায়। একদিকে ছুটি অন্যদিকে ঈদ। আনন্দের দিনগুলো খুব দ্রুত কেটে যায়। বলা বাহুল্য ধর্ম ঐতিহাসিক সত্য এক বিশ্বব্যবস্থা। পৃথিবী থেকে এবং মনুষ্য জাতির অন্তর থেকে ধর্ম কোন দিন লুপ্ত হয়ে যাবে না। একেকজন মানুষ একেকভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়ায়। সীমানা ভিন্ন, ভূখণ্ড ভিন্ন, দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন কিন্তু ধর্ম এক ও অভিন্ন। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাঃ -এর ওপর বিশ্বাসী মুসলমানরা পৃথিবীব্যাপী প্রায় একইভাবে ঈদ উৎসব পালন করে। নতুন জামাকাপড় এবং মেয়েদের হাতে মেহেদী পরা বাড়িতে অথবা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে মজাদার খাবার খাওয়া একটি অন্যতম জনপ্রিয় ঈদের রীতি। ঈদ হল একদিন কিন্তু ঈদের পরের কয়েকটা দিনও এর রেশ থাকে। ঈদের আগের রাতকে চানরাত বলা হয়। ছেলে মেয়েরা আতশবাজি আর পট্‌কা ফুটিয়ে ঐ রাতে হৈ হুল্লোড় করে। এ উপমহাদেশে ঈদের বিশেষ খাবার হিসেবে প্রাধান্য পায় সেমাই ও মিষ্টি। তবে পৃথিবীর সব দেশেই ছোটরাই বেশি মজা করে থাকে। মালয়েশিয়ানরা ঈদের বিশেষ খাবার হিসেবে বাঁশের কোটরে ভাত রান্না করে। একে লেম্যাঙ বলে। আবার নারকেল গাছের পাতা দিয়ে পাত্র তৈরি করে ভাত রান্না করে। একে বলে কেটুপাট। আত্মীয় পরিজন নিয়ে গোশত ও তরকারি দিয়ে খেয়ে থাকে। তাদের কাছে এ দিনটি ভুল ত্রুটি ক্ষমা করার দিন। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এ দিন ছোটরা বড়দের সামনে এসে মাথা নিচু করে তাদের ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর রোজার পর ঈদের উৎসব চলে এক মাস ধরে। ফিলিস্তিনের মহিলারা রাতে কায়েম নামে এক ধরনের মিষ্টি তৈরি করে। ঈদের দিন সেটি সবার সাথে ভাগাভাগি করে খাওয়ার জন্য মসজিদে নিয়ে আসে। নামাজ শেষে সবাই কবরস্থানে গিয়ে তাদের মৃত আত্মীয় স্বজনের জন্য দোয়া করে। ফিলিস্তিনে ঈদের বিশেষ আকর্ষণ হল ভেড়ার মাংস। সামর্থ্যবানরা পুরো ভেড়া রোস্ট করে থাকে। বাকিরা মানসাফ নামক ভেড়ার মাংস রান্না করে ।

জর্দানে তিন দিন ধরে মুসলিমরা তাদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। এ সময় মহিলারা খেজুর থেকে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করে। এ ছাড়াও জর্দানের ঈদ আতিথেয়তায় অন্যতম উপাদান হচ্ছে অ্যারাবিক কফি ও চকলেট। বেশ মজার ব্যাপার তিউনিসিয়ায় ঈদের নামাজের আগে ফেত্‌রা সংগ্রহ করা হয়। নামাজ শেষে সবাই নতুন জামাকাপড় পড়ে। মিষ্টি বিতরণ করে। দুপুরে পরিবারের বড় সদস্যদের বাসায় সবায় একত্রে খাবার খায়। এটাই তাদের রেওয়াজ। সিঙ্গাপুরে সুলতান মসজিদ এবং স্ট্রিট এলাকায় মুসলিমদের বসবাস। স্থানীয় ভাষায় ঈদকে বলা হয় 'হরি রয়া পসা'। ঈদের নামাজ শেষে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তারপর ঘুরে বেড়ায়। বাংলাদেশে গ্রাম অঞ্চলে ঈদের দিনে সকালে গোসল করে সবাই ঈদের নামাজ পড়তে যায়। নামাজ শেষে

ছোটরা বেলুন বাঁশি কিনে বাড়ি ফিরে। এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যায়। পরিচিত মানুষজনকে ঈদের শুভেচ্ছা জানায়। তবে এই দিনে ছোটদের আনন্দ চোখে পড়ার মত। শহরেও উৎসব পালন করা হয়। সৌদি আরবে ঈদ উদ্‌যাপন করে। তারা জাতীয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী এ সব পালন করে না। ইউনাইটেড আরব এমিরেটসে নারী ও পুরুষদের জন্য বিশেষ ধরনের পোষাক পড়ার রীতি আছে। দিনটি তারা নেচে গেয়ে আনন্দ করে কাটিয়ে দেয়। ঈদ মানে আনন্দ। বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস। ঈদ এলেই ফেলে আসা শৈশবের কথা মনে পড়ে। সেদিন আর এইদিনের অনেক ফারাক। শপিংমলে ছোটাছুটি। খাবারের বিস্তৃত তালিকা। নাপিতের দোকানে শেষ মুহূর্তে চুল কাটা জমে ওঠে। সে এক দৃশ্য, তাই না। আর

অভিজাত শ্রেণি অবশ্য ঈদ পালন করতে বিদেশে পাড়ি জমায়। কিছু মানুষ অনেক কষ্ট সহ্য করে হলেও শিকড়ের টানে গ্রামে

ছুটে যায়। তবে ঈদের মর্মবাণী বর্তমান আধুনিক সমাজে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

আগে যেমন দল বেঁধে চাঁদ দেখতো। এখন সেটা দেখা যায় না। শহরে বড় বড় বিল্ডিং এর জন্য চাঁদ দেখার উপায় নেই। রেডিও টেলিভিশনের খবর শুনে নিশ্চিত হতে হয়। ঈদের দিন এক দল মানুষ শুয়ে বসে অলসভাবে কাটিয়ে দেয়। আর এক দল ছুটে যায় বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে। ঈদ উপলক্ষে নতুন নতুন সিনেমা মুক্তি পায়। টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে থাকে নিত্য নতুন অনুষ্ঠান।

মানুষ কাজের প্রয়োজনে এক সময় পরিবার থেকে আলেদা হয়ে যায়। কেউ গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে। আর কেউ শহর ছেড়ে অন্য শহরে যায়। আবার অনেকে নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যায়। যে যেখানে থাকুক না কেন, নিজের দেশ ও নিজের পরিবারের প্রতি তার ভালোবাসা থেকে যায়। সে সব সময় সেটা অনুভব করে থাকে। যা বলে বা লিখে বুঝানো যায় না। কিন্তু যে কোন উৎসব মানুষ তার পরিবারের সাথে পালন করতে চায়। ঈদের মত বড় উৎসব হলেতো কথাই নেই। বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি।

ইরানের কথা বলি-শিয়া প্রাধান্য থাকায় ঈদের চিত্রটা একটু ভিন্ন রকম। অনেকটা অনাড়ম্বরভাবেই ঈদুল ফিতর পালন করা হয়। ঈদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দান করা। আবার অভাবগ্রস্তদের মধ্যে তারা খাবার বিতরণ করে থাকে। কুয়েতে পুরুষরা বিশেষ ধরনের তলোয়ার নৃত্য প্রদর্শন করে। আর পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম আধিপত্য না থাকায় সেখানকার চিত্র ভিন্ন রকম। তবে বিচ্ছিন্নভাবে ঈদ উৎসব পালন করা হয়। প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে জীবনের প্রতিটি শুভক্ষণে উৎসব। নানা উৎসবের ঐতিহ্যে জনসাধারণের বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্য ধরা পড়ে। বলাবাহুল্য ধর্ম ঐতিহাসিক সত্য। মানুষের বাইরে এর বিকাশ। শিকড় মানবাত্মার গভীরে। মানুষের মন থেকে ধর্ম মুছে ফেলা যাবে না। ধর্ম পবিত্রতার ভাব সৃষ্টি করে। সিরাম শব্দের অর্থ সংযম। শুধু উপবাস না। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ তথা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিরত থাকা। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা এর ভিন্ন চিত্র দেখতে পাই। অতি মুনাফালোভীদের থাবায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। রোজা এলে সব জিনিসের দাম বেড়ে যায়। আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এক শ্রেণির ব্যবসায়ী অল্প দিনের ব্যবধানে ফুলে ফেঁপে ওঠে। ধর্মের বাণী তাদের কানে পৌঁছে না। নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এরা সব করতে পারে। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। ব্যবসায়ীদের উচিৎ ছিল জিনিস পত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা। যেন সাধারণ মানুষ স্বস্তিতে কেনা কাটা করতে পারে। মহান আল্লাহর ইবাদত করতে পারে নির্বিঘ্নে। ঈদ যেন বাস্তব জীবনে সত্যি সত্যি উৎসব নিয়ে আসে। আনন্দ খুশির বার্তা নিয়ে ঈদ আসে। এ আনন্দ খুশি উপভোগে সকল মুসলমানের অধিকার আছে।

ঈদ নিয়ে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের মনে অনেক ভাবনা থাকে। ঈদের পোষাক কেমন হবে? কোন জামা পড়ে ঈদের নামাজ পড়বে? কোন জামা পড়ে ঘুরতে যাবে? পাঞ্জাবীর সাথে কোন স্যান্ডেল পড়বে আর প্যান্টের সাথে কোন স্যান্ডেল পড়বে? কার কাছ থেকে সালামি পাওয়া যাবে। কোন কোন বন্ধুকে ঈদ কার্ড দিবে? নানা রকম পরিকল্পনা করে সময় পার করে ওরা। ঈদের আনন্দ দারুণভাবে উপভোগ করে ওরা। ঐ দিন দল বেঁধে ঘুরাঘুরি করে। গত তিন বছর করোনা ভাইরাসের কারণে ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। আনন্দের দিনে তাদেরকে ঘরে থাকতে হয়েছে। ফলে শিশুদের কচি মনে দাগ কেটেছে। এখন ইন্টারনেট শিশুদের অনেক ভাবনা বদলে দিয়েছে। তারা মোবাইলের মাধ্যমে খুদে বার্তা পাঠায় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনকে। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। দরিদ্র শিশু-কিশোররাও নতুন জামা কাপড় পড়ে ঈদ করে। তবে ব্যাতিক্রমও আছে। ঈদে ছুটি থাকে বলে ঈদের আনন্দ কয়েকগুণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে শিশুদের জন্য বিনোদনমূলক খেলাধুলার আয়োজন করা হয়। তবে শহর এলাকায় পশ্চিমা ধাঁচের অনেক জমকালো অনুষ্ঠানমালা চোখে পড়ে। এখন শিশুদের সময় কাটানোর মাধ্যম হল মোবাইলে গেইম খেলা। মোবাইলে বন্ধুদের সাথে গল্প করা। শিশুরা ঈদের আগের দিন আতশবাজি কিনে। শিশু বয়সের ঈদ হল জীবনের শ্রেষ্ঠ ঈদ। রাত জেগে ঈদের দিনের জন্য অপেক্ষা করা। কখন রাত শেষ হবে। ঈদ শিশুদের শিক্ষা দেয় গরীব-দুঃখীর খবর নিতে। মানুষের পাশে দাঁড়াতে। অসহায়দের সাহায্য করতে। এতিম যারা, যাদের আয় রোজগারের কেউ নেই। এমন মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়ে যায় ঈদ। এ সব শিক্ষা যদি বাস্তবে ঠিক মতো পালন করা যেত তাহলে পুরো সমাজ ব্যবস্থা বদলে যেত। শুধু নিজেরা ভালো আছি। ভালো খাচ্ছি। ভালো পড়ছি। এটা সব কিছু না।

এটার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। আনন্দ হল সবাইকে নিয়ে ভালো থাকা। ঈদের মত কাটুক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। ঈদ আনন্দ যেন বিত্তবানদের ঘরেই শুধু বন্দি হয়ে না থাকে। তারা যা খায় তার চেয়ে বেশি নষ্ট করে। ঈদের খুশির এই ভারসাম্যহীনতা ঈদের আনন্দকে যেন পানসে করে না দেয়। প্রতি বছর ঈদ আসলে বেতন বোনাস নিয়ে শ্রমিকদের আন্দোলন করতে হয় কেন? শ্রমিকদের

শরীরের ঘামে ঘোরে শিল্পচাকা। তাই তাদের ঈদ আনন্দ দিতে মালিকপক্ষ যেন যথেষ্ট আগেই বেতন-বোনাসের নিশ্চয়তা রাখে।

যাকাতের কাপড় নিতে গিয়ে গরীব অভাবি মানুষ ভিড়ের ভেতর পায়ের নিচে পিষ্ট হয়ে মারা যায় কেন? তখন ঈদের আনন্দ আর আনন্দ থাকে না। এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি দরকার। নির্মল আনন্দে তারা হতে পারে অংশীদার। ইসলাম সব মানুষের। সব ধর্ম মতের মানুষকে ইসলাম তার ছায়ায় সমভাবে আশ্রয় দেয়। ইসলামের বিভিন্ন আনন্দোৎসবে অমুসলিমরাও অংশগ্রহণ করতে পারে। এটা দুষণীয় নয় বরং এতে তাদের সাথে মুসলিম জনগোষ্ঠীর দূরত্ব কমে যাবে। তাদের অংশগ্রহণ আমাদের ঈদ আনন্দকে একটা সর্বজনীন রূপ দিতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারবো সর্বজনীন ঈদ আনন্দ। এটার জন্য দরকার মানসিকতার পরিবর্তন। এ ধরনের ভূমিকা ইসলামের উদারতাকেই তুলে ধরবে। সবাইকে নিয়ে সর্বজনীন ঈদ উৎসবের আয়োজনে আলেমদের ভূমিকা থাকা দরকার। তারা এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। সমাজের সবাইকে সম্পৃক্ত করতে পারলেই ঈদ আনন্দ হয়ে ওঠবে একটি সর্বজনীন উৎসব।

মাহে রমজান আধ্যাত্মিক উৎসবের মাস। বছর ঘুরে আবার আসে। মাস জুড়ে এমন উৎসব বোধ করি পৃথিবীতে আর নেই। এ মাসে নিজেকে সংশোধন করার বিশাল সুযোগ। পবিত্র এ মাসে কল্যাণ কামনা করি পরস্পরের। সবার ওপরে মানুষ সত্য। আমাদের পরিবার, সমাজ ও দেশ হোক শান্তি ও সুন্দরের প্রাণময় উদ্যান। দূর হোক অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও দুঃখময় দিন। প্রার্থনা করি মহান প্রভুর দরবারে, তিনি যেন অকল্যাণ ও অসুন্দর থেকে মুক্তি দেন আমাদের। সত্য ও সুন্দরই আমাদের প্রথম ও শেষ বিবেচনা। পারস্পরিক বিভেদ নয়, ঐক্যের সুমহান বাতাস আমাদের দুঃখের ক্ষতগুলো মুছে দিক। আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখতে চাই। মানুষকে সম্মান দিতে চাই, দিতে চাই মানুষের মর্যাদা। বিভাজন কোন দিন কোন জাতির অগ্রগতি এনে দিতে পারে না। ঐক্যই জাতির মূল শক্তি। আমরা ঐক্যের গান গাই। ঐত্যতানে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ুক সবস্থানে॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সূত্র নং : দি-সিসিসিইউএল/সিইও/এইচআরডি/২০২১-২০২২/৬৭৬ *তারিখ : ২৫ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ*

ছাত্র প্রকল্পের অধীনে শিক্ষানবীশ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর প্রধান কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের বর্ধিত অফিসসহ অন্যান্য সেবাকেন্দ্রে (সাধনপাড়া, মনিপুরীপাড়া, মিরপুর, নন্দা, পাগাড়, সাভার, তুমিলিয়া, লক্ষ্মীবাজার, মহাখালি, হাসনাবাদ, শুলপুর ও নাগরী) "ছাত্র প্রকল্পের"-অধীনে শিক্ষানবীশ হিসাবে ছাত্র-ছাত্রী নিয়োগের উদ্দেশে খ্রিস্টান ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে আবেদন পত্র আহ্বান করা যাচ্ছে:

পদের নাম	**শিক্ষানবীশ (ছাত্র প্রকল্প)**
শিক্ষাগত যোগ্যতা	এইচএসসি পাশ অথবা বিবিএ/ স্নাতক / সম্মান প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত
কর্মঘন্টা	বিকাল ৩:৩০ মিনিট থেকে রাত ৬:৩০ মিনিট পর্যন্ত সপ্তাহে ৩ দিন হিসাবে মাসে ১২ দিন
ভাতা	প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসারে

শর্তাবলী :-

০১। পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত ও আবেদনপত্র।
০২। ২ (দুই জন) গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে।
০৩। শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি।
০৪। সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
০৫। নিজ নিজ ধর্মপল্লী / মণ্ডলীর ফাদার / পাস্টরের কাছ থেকে সনদপত্র।
০৬। খামের উপর **পদের নাম ও সেবাকেন্দ্র** স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৭। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
০৮। **গরীব ও মেধাবী** ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
০৯। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য করা হবে।
১০। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
১১। আবেদনপত্র আগামী ৩১ মে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারি
দি-সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
বরাবর
লিটন টমাস রোজারিও
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
রেভা: ফা: চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।

বিজ্ঞ/১৩০/২২

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

JOB OPPORTUNITY

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/678

Date: 25 April, 2022

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for qualified candidates as Crystal Report Developer having skills and professional experiences in generating crystal reports for web-based ERP system.

Position: Full Stack Crystal Report Developer, ICT Department

Duty Station: On-site

Key Job Responsibilities:

- Design and develop crystal reports as per requirement.
- Work on various ongoing projects simultaneously under deadline.

Educational Requirements:

- Bachelor's degree in CSE or similar discipline from reputed university
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 3-year experiences in the related field in reputed organizations.

Additional Requirements:

- Age maximum 35 years
- Profound knowledge in Crystal Reports product (XIII) or upper version
- In-depth knowledge in research methodology and the ability to manage complex data requests
- API Integration knowledge is a plus point
- Sound knowledge on T-Son
- Excellent analytical and troubleshooting skills
- Ability to trace report performance issues to root cause
- Skilled in preparing and maintaining records, writing reports and responding to correspondence
- Excellent verbal, written communication skills

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by**10th May, 2022.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.

The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A,Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

JOB OPPORTUNITY

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/672 Date: 24 April, 2022

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic, self-motivatedand visionary Managerfor its Admin & Human ResourceDevelopment Department.

Position:Manager, Admin & HRD
Duty Station: Head Office with frequent visit to Service Centers, Projects and Site Offices

Key Job Responsibilities:

- Supervise all day to day activities of Admin & HR operations.
- Develop, Update and implement HR Policy, Strategies and initiatives aligned with the overall organizational strategy.
- Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues.
- Manpower Forecasting, Planning and Managing overall Human Resource Requirement.
- Manage the recruitment and selection process of whole organization and Projects.
- Support current and future growth of the organization through development, engagement, motivation and preservation of human capital.
- Nurture a positive working environment and promote cultural engagement.
- Oversee and manage a performance appraisal system that drives high performance.
- KPI Setting and Implementing.
- Maintain pay plan and benefits program.
- Assess training needs to implement and monitor training programs.
- Report to management and provide decision support through HR metrics.

Educational Requirements

- MBA/BBA preferably in Human Resource Management from any reputed university with PGD in HRM.

Experience Requirements

- At least 10 years' HR Process and Practice experience in reputed organization
- Minimum 05 years' experience in supervisory role.
- Must have experiencein managingminimum200 employee-based organization.
- The applicants should have experience in KPI setting &implementation, HR process automation, Compliance

Additional Requirements

- Age maximum 45 years.
- Both Male and Female professionals are encouraged to apply.
- Excellent proficiency in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, Bangla typing (Bijoy 52).
- Good interpersonal skills, excellent teamwork, coordination & proactive attitude, especially with management &employees.
- Should be self motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines and have a flexible schedule.
- Smartand Hardworking.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by**14th May, 2022.**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.
The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A,Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

JOB OPPORTUNITY

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2021-2022/677 Date: 25 April, 2022

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for qualified candidates as described below:

Position: Web Developer, ICT Department

Duty Station: Dhaka (Office & Home)

Key Job Responsibilities:

- Design and develop dynamic web sites as per requirement.
- Designing and developing responsive design websites.
- Optimizing web site performances.
- Maintain best practices, responsiveness and quality code.
- Work on various ongoing projects simultaneously under deadline.
- Staying up-to-date with all recent developments in contemporary tools and technologies.

Educational Requirements:

- Bachelor's degree in CSE, EEE, ECE, MIS or similar discipline from reputed university.
- Candidates having professional certifications in the related field will get preferences.

Experience Requirements:

- Minimum 2 year experiences in the related field in reputed organizations.

Additional Requirements:

- Age maximum 35 years
- Understanding of MVC frameworks preferred.
- Experience in planning & developing websites across multiple products and organizations.
- Working knowledge on web applications, programming & script languages, web services, cross-browser compatibility, security principles, web user interface design (UI) and UX.
- Dedication to innovative, sophisticated designs and collaborative problem-solving techniques.
- Working experience in Windows and Linux environments.
- Strong analytical and problem-solving skills
- Excellent communication & documentation skills
- Ability to work as part of a team in a fast-paced dynamic environment
- Strong command of English language

Salary : Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **10th May, 2022**

The position applied for should be written on the top right corner of envelope.
The Chief Executive Officer
The Christian Co-operative Credit Union Ltd., Dhaka
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A,Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka – 1215.
Tel: 09678771270, 9123764, 9139901-2

সবকিছু ভুলে ঈদ হোক দিল খুলে

রনেশ রবার্ট জেত্রা

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও সারা বিশ্বের মুসলমান ভাই-বোনদের অন্যতম ধর্মীয় এবং জাতীয় উৎসব ঈদুল ফিতর বা ঈদ উৎসব পালিত হচ্ছে। এ বছর মাসব্যাপী রোজা বা ত্যাগ সাধনার পর শাওয়ালের বাঁকা চাঁদ উঠলেই ৩ মে পালন করা হবে ঈদ উল ফিতর বা ঈদ উৎসব।

ঈদ মানেই আনন্দ এবং খুশির উৎসব। অর্থাৎ ঈদুল ফিতর শব্দ দুটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হলো উৎসব, আনন্দ, খুশি এবং রোজা ভঙ্গকরণ ইত্যাদি। ঈদ মানেই সব কিছু ভুলে গিয়ে, ব্যক্তি মনের সব মান-অভিমান, মনো-মালিন্য, শত্রুতা, পাওয়া আর না পাওয়ার বেদনা ভুলে গিয়ে দিল বা হৃদয় খুলে এই দিনে সকল শ্রেণির মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ সহভাগিতা করা। ঈদ মানেই নিজের আনন্দ অন্যের সাথে সহভাগিতা করা। ঈদ মানেই সকল শ্রেণির বা পেশার মানুষের সাথে মিলনের পরিবেশ রচনা করা। তাই তো সকল মুসলমান ভাই-বোনেরা এই সকল উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর ঈদ উৎসব পালন করে থাকেন। এই দিনে তারা সকল শ্রেণি বা পেশার মানুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথেই ঈদের আনন্দ সহভাগিতা করে থাকেন।

ঈদ মানেই হৃদয়ের বা অন্তরের দ্বার খুলে দেওয়া। অর্থাৎ ধনী-গরীব, সুখী-অসুখী সকল শ্রেণির মানুষের জন্য নিজেদের হৃদয় আত্মার দরজাটি উন্মুক্ত করে দেওয়া, যেখানে সকল শ্রেণির মানুষ এসে নিরাপদ আশ্রয় পায়। ব্যক্তি জীবনের দিল বা হৃদয় খুলে দেওয়ার অর্থই হল- সকল মানুষের সাথে মহামিলনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। শত্রু-মিত্র সকলকে আপন করে নেওয়া।

প্রতিটি ধর্মেই কোনো না কোনো প্রধান বা সাধারণ ধর্মীয় উৎসব রয়েছে। তবে যে উৎসবই হোক না কেন, প্রতিটি উৎসবই আমাদেরকে স্মরণ করিয় দেয় যে, বাহ্যিকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিকতার দিকটিও যেন অন্তরে ধারণ বা লালন করে স্রষ্টার নৈকট্য বা সান্নিধ্য লাভ করতে চেষ্টা করি। প্রতিটি উৎসব পালনে কিছু রীতি-নীতি বিদ্যমান। তাই অন্যান্য উৎসবের ন্যায় ঈদ উৎসব পালনেও কিছু রীতি-নীতি লক্ষণীয়। যেমন- সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন পেশাক পরিধান করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গায়ে সুগন্ধি মেখে ঈদগাহে বা মসজিদে ঈদের নামাজ আদায় করতে যাওয়া, নামাজের শেষে একে-অপরের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া প্রভৃতি। এই সব বাহ্যিক রীতি-নীতির পাশাপাশি এই ঈদ উৎসবে আমরা আধ্যাত্মিকতার অনুশীলনও করতে পারি। যেমন- যাদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের দূরত্ব রয়েছে, যাদের সাথে মনো-মালিন্যতা রয়েছে, যারা আমদের শত্রু তাদেরকে ক্ষমা করে এবং নিজের অহংবোধ পরিহার করে তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং ভালোবাসার বন্ধন তৈরি করা। তাহলেই আমাদের হৃদয়ে বা দিলে মহামিলনের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। যারা অসহায়, দরিদ্র রয়েছে তাদের পাশে গিয়ে আমাদের এই ঈদ উৎসবের আনন্দ সহভাগিতা করা। অর্থাৎ যারা অর্থের অভাবে ঈদ উৎসব ভালোভাবে পালন করতে পারছেনা, সামর্থ্য অনুসারে তাদেরকে সাহায্য করা। আবার আমাদের সাহায্য-সহযোগিতার মধ্যে যেন লোক দেখানো কোনো বিষয় হয়ে না দাঁড়ায়, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা বা ঈদের আনন্দ সহভাগিতা হোক হৃদয়ের আন্তরিকতা থেকে। আনন্দের সহভাগিতা হোক হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থেকে। ফলশ্রুতিতে বাহ্যিকতার পাশাপাশি আমাদের দিল বা হৃদয়ের আনন্দটা এই ঈদ উৎসবে প্রকৃত আনন্দে পরিণত হবে। আধ্যাত্মিকভাবেও আমরা বৃদ্ধি পাবো এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য পেতে পারবো।

আমাদের ঈদ উৎসবটা যেন সত্যিকারের আনন্দের হয়। তার জন্য আমরা সারা মাসব্যাপী রোজা রেখে সংযমী এবং আত্মশুদ্ধি লাভের সময় বা সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজেরাই নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠি। আমরা কি রমজান বা রোজা মাসব্যাপী আত্মসংযমী এবং আত্মশুদ্ধি লাভের চেষ্টা অনুশীলন করেছি? আমরা যদি প্রকৃতভাবে তা করে থাকি, তাহলে সেখানে আমাদের ঈদ উৎসব পালনে স্বার্থকতা আসবে।

আজকের আনন্দের এই দিনে একটি সত্য ঘটনার কথা আমার আজও মনে পড়ে। ঘটনাটি হলো- গত বছরে করোনাকালীন রোজার মাসের শেষের দিকে আবার ঈদের ঠিক দু'দিন আগের ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছিল জমি-জমার বিষয় নিয়ে। যে লোকটি অকপটে আমাদের সাথে সহভাগিতা করেছিলেন, মূলত তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের প্রতিবেশি ভাইয়ের জমি লোভের তাড়নায় দখল করেছিলেন। লোকটি ছিলেন সেখানকার একজন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান। দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে শত্রুতার সম্পর্কই ছিল। কিন্তু মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন বা অনুশোচনা আছে তা আদিতেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে। তাই তো চেয়ারম্যান সাহেব এবং ঘটনার স্বীকার সেই প্রতিবেশি ভাইয়ের জীবনেও তা ছিল বিধায় আজ (গত বছর) চেয়ারম্যান সাহেব নিজের অন্যায় কাজের জন্য অনুশোচনা করে তার প্রতিবেশি ভাইয়ের সাথে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছেন। তিনি (চেয়ারম্যান) অশ্রুসিক্ত আনন্দনুভূতি নিয়ে কথাগুলো আমাদের সাথে সহভাগিতা করছিলেন। তিনি বলছিলেন আজকে আমাদের এই ঈদ উৎসবটা যে কত আনন্দের তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবেনা। আর সত্যিকার অর্থেই তাঁর আনন্দটা আমরাও উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম তাঁর আন্তরিকতা দেখে। আসলে মনের বা হৃদয়ের যে প্রকৃত আনন্দ, যে ব্যক্তি তা উপলব্ধি করে তার বাহ্যিক আচার-আচরণেও প্রকাশিত হয়। যা আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তা দেখেছি।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সমাজ জীবনে এই ধরনের সম্পর্কের ফাঁটল বা সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা আমরা প্রতিনিয়তই অভিজ্ঞতা করে থাকি। কিন্তু ঈদ উৎসবটা যে আমাদেরকে এই ধরনের সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ভালোবাসা বা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হৃদয় বা দিল খুলে উদ্‌যাপন করতে আহ্বান জানায়, তা স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ বান্দা বা অনুসারী হিসেবে আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে।

ঈদ উৎসব একটি সর্বজনীন উৎসব। ঈদ উৎসবটা যে একটি সর্বজনীন উৎসব তা আমরা এই দিনেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদের জীবনে দেখতে পাই। ঈদের সময় আমরা দেখি বা নিজেরাও তা উপলব্ধি করি যে, মুসলমান ভাই-বোনেরা তাঁদের আনন্দ সহভাগিতা করে থাকেন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদেরকে নিমন্ত্রণ বা আমন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে। আর আমরা যারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোন রয়েছি আমরাও তাদের সেই আনন্দ সহভাগিতা সাদরে গ্রহণ করে থাকি। আবার এমনও দেখি যে, তাদের চেয়ে আমরাই এই দিনে বেশি করে উৎসবে মেতে উঠি। আজকের এই ঈদ উৎসবের দিনে আমাদের মধ্যে যে এই সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ বা অসাম্প্রদায়িকবোধ দেখে বাংলায় প্রচলিত, "ধর্ম যার যার উৎসব সবার।" কথাটিই সত্য হয়ে ওঠে।

আমরা সারা বছর যে-যেভাবেই থাকি না কেন কিংবা যার সাথেই মান-অভিমানের সম্পর্ক, পাওয়া আর না পাওয়ার কষ্ট বা বেদনাই থাকুক না কেন এই দিনে আমরা সবকিছু ভুলে সকলেই দিনটি দিল বা হৃদয় উন্মুক্ত করে রোজা ভাঙ্গার আনন্দ বা খুশির উচ্ছল-উচ্ছ্বাসে দিনটি পালন করে থাকি। প্রকৃতপক্ষেই তা-ই করা আমাদের উচিত।

পরিশেষে "সবকিছু ভুলে গিয়ে ঈদ হোক দিল বা হৃদয় খুলে।" ঈদ উৎসব উদ্‌যাপনকারী সকল মুসলমান ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনদেরকে আজেকের এই আনন্দ-উৎসব ক্ষণে ঈদুল-ফিতরের শুভেচ্ছা জানাই। সকলকে ঈদ মোবারক॥

মুক্ত সাংবাদিকতায় সাংবাদিক না সাংঘাতিক!

সাগর কোড়াইয়া

সাংবাদিকতার অনুশীলন কবে থেকে শুরু হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। তবে সাংবাদিকতার আদিরূপ শুরু হয়েছিলো জুলিয়াস সিজারের আমলে ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বলে ধারণা করা হয়। সে সময় রোম নগরীতে সংবাদ লেখার কাজ করতো এক ধরণের লোক। আর সেই থেকে শুরু হয়ে 'আক্টা দিউরনা' 'টাউন ক্রায়ারস', 'ওভারশিয়ার' বা প্রাতিভেদকা' নামের মধ্যদিয়ে আজকের প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকতা রূপ লাভ করে। মার্কিন কথাসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন বলেছেন, "প্রতিদিন সূর্য ওঠে দুটি। একটি প্রভাত সূর্য আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবাদপত্র সূর্য"। সাংবাদিক তার লেখনীর মধ্যদিয়ে সকল প্রকার চিন্তাকর্ষক ঘটনার বিবরণ সংবাদপত্র সূর্যের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন। ফলে আমরা পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘটনাবলী জানতে পারি। সময়ের পরিবর্তনে সাংবাদিকের কাজ শুধুমাত্র সংবাদ পরিবেশনই নয় বরং সমাজসেবা করাই তার সামগ্রিক কাজের মূল কথা। তবে দুঃখের বিষয় অনেক সময় সাংবাদিকগণ মুক্ত পরিবেশে সাংবাদিকতা চর্চা করতে ব্যর্থ হন। আবার অনেক সময় সাংবাদিকের সংবাদ পরিবেশনের যে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে তা অতিক্রম করে সাংবাদিক সাংঘাতিকে পরিণত হন।

'সাংবাদিক না সাংঘাতিক' বাক্যের মধ্যেই সাংবাদিকের দুটি চরিত্র রয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় সাংবাদিকের মধ্যে দুটি চরিত্রই দেখা যায়। সাংবাদিক অনেক সময় এমন সাংঘাতিকতায় পরিণত হয় যে, সাধারণ জনগণ ভুক্তভোগী হয়ে ওঠে। জনগণ সাংবাদিকের সাহচর্যে এসে উপকারের বদলে হিতে বিপরীত হয়। তবে নীতি-নৈতিকতায় ভরপুর সাংবাদিক যে নেই তা বলা যাবে না। এই ধরণের সাংবাদিক হয়তো গুটিকতক থাকতে পারে। বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশ তথা সমগ্র বিশ্বেই সাংবাদিকতা পেশাটি ঝুঁকিপূর্ণ। মুক্তভাবে কোন সাংবাদিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারেন না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সাংবাদিকতা চর্চা অনেক সময় রাজনৈতিক দলীয়করণে পরিণত হয়। রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় সাংবাদিকগণ বেড়ে ওঠে। সাংবাদিক তখন ঘটনার বস্তুনিষ্ঠতা প্রচারের পরিবর্তে দল ও ব্যক্তির প্রশংসাবাক্য পরিবেশনেই ব্যস্ত থাকে। সাংবাদিকের তখন নিজস্বতা বলতে আর কিছুই থাকে না। নিজেকে বিক্রি করে দেয় অর্থের কাছে।

বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকের ক্ষেত্রে সংবাদ পরিবেশন কখনোই ঝুঁকিমুক্ত নয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিদেশী অনেক সাংবাদিক নিজেদের জীবনের মায়াকে উপেক্ষা করে ২৫ মার্চের কালোরাত্রিতে বাঙালি জাতি নিধনের চিত্র ও সংবাদ বিশ্ব সংবাদপত্রে পরিবেশন করে বিশ্ববাসীকে হত্যাযজ্ঞের জানান দিয়েছিলেন। বিদেশী সাংবাদিকগণ পারতেন নিজ দেশে ফিরে যেতে। কিন্তু তা করেন নি। বরং নিজের দায়িত্বের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। সত্য খবর পরিবেশনই ছিলো মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাংবাদিক দম্পত্তি সাগর-রুনি হত্যার ঘটনাটিও উৎকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। এখনো পর্যন্ত সাগর রুনি হত্যার কোন কূলকিনারা জানা যায়নি। তবে এটা পানির মতো পরিষ্কার যে, এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সংবাদ পরিবেশন বিষয়ক কোন বিষয় জড়িত রয়েছে। সাংবাদিক সাগর রুনি দম্পত্তি এমন কোন বিষয় হয়তোবা জানতেন যা প্রভাবশালীদের গোমড় ফাঁস হয়ে যাবার কারণ ছিলো।

অনেক সাংবাদিক রয়েছে যারা শুধুমাত্র নামেই সাংবাদিক। কালেভদ্রে দু'একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে সাংবাদিক বনে যান। কিন্তু একজন সত্যিকার সাংবাদিক নিজেকে টাকার কাছে বিক্রি করে দেন না বরং জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে সংবাদ সংগ্রহ করেন। সংবাদ পরিবেশনের প্রধান লক্ষ্যই থাকে জনগণকে সত্য জানানো। আর সত্য জানাতে গিয়ে সাংবাদিকের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ হত্যাও সাংবাদিকতার ঝুঁকিকেই প্রকাশ করে। কারণ মেজর সিনহা মোহাম্মদ নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটি "জাস্ট গো" নামে প্রামাণ্যচিত্রের কাজেই কক্সবাজার গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে মেজর সিনহা একজন সাংবাদিক। আর সেখানেই ওসি প্রদীপ মেজর সিনহাকে হত্যা করে। এ রকম ঘটনা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অহরহ ঘটছে।

একজন সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে হয়। বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ২০ সংখ্যক আইনে শর্তসাপেক্ষে একজন সাংবাদিকের তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ও সংবাদের জন্য তথ্য পাবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। এছাড়াও সাংবাদিকের নিজস্ব চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৩৯ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যদিও প্রতি বছর ৭ মে বিশ্ব মুক্ত সাংবাদিকতা দিবস পালন করা হয় কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় একজন সাংবাদিক তথ্য পাবার জন্য মুক্ত কোন ধরণের পরিবেশই পান না বলা চলে। ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের মারপ্যাঁচে সাংবাদিক চাইলেও অনেক সময় সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন করতে পারেন না।

সাংবাদিক আবার সাংঘাতিকও; আর এটা ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থেই বলা চলে। সাংবাদিকের কার্যক্রম যদি জনগণমঙ্গল কামনায় না হয় তাহলে সেই সাংবাদিক সাংঘাতিকই বটে। সংবাদ সত্য তবে বৃহৎত্তর সমাজের বিরাট ক্ষতি সাধিত হবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই সাংবাদিককে সংবাদ পরিবেশনে সাবধান হতে হয়। কিন্তু অনেক তথাকথিত সাংবাদিক নিজের আখের গোছানো বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে সংবাদ প্রকাশ করে যা পরবর্তিতে বৃহৎত্তর জনগোষ্ঠীর ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না। আবার সাংবাদিকের এমন কোন সংবাদ পরিবেশনের ফলে সামাজিক সমস্যা জনগণের সামনে প্রকাশিত হয়। জনগণের মঙ্গল হয় তাহলে সে সংবাদিকও ইতিবাচক অর্থে সাংঘাতিক কাজই করে থাকেন। এক সময় সাংবাদিককে সমাজের আয়না হিসাবেই বিবেচনা করা হতো। সাংবাদিকের স্থান ছিলো সর্বোচ্চ; কিন্তু বর্তমানে সাংবাদিককে দেখলে সবার মধ্যে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চার হয়। অবশ্যই সাংবাদিককে সংবাদ সংগ্রহের জন্য সরজমিনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে হয়। আর তা সম্ভব না হলে বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংবাদ এজেন্সির মাধ্যমে সংবাদ সংগ্রহ করার কথা কিন্তু অনেকেই সে নীতিমালাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া সংবাদ পরিবেশন করে; যা কখনোই কাম্য নয়। এ পরিস্থিতিতে এই ধরণের সাংবাদিক আসলেই সাংঘাতিক!

সংবাদের ক্ষেত্রে বর্তমানে 'মজো' (*Mojo*) একটি বহুল প্রচলিত শব্দ; যার অর্থ মোবাইল সাংবাদিকতা। বিশ্বায়নের বর্তমান যুগে সবার হাতে হাতে মোবাইল। মোবাইলে ইউটিউব, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম সহজলভ্য হয়ে পড়েছে। মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে এইসব গণমাধ্যমে মুহূর্তে অনেকেই প্রচার করছে। তাই বলা চলে মোবাইলের কল্যাণে সবাই সাংবাদিকতায় পরিণত হচ্ছি। তবে প্রশ্ন একটা- গণমাধ্যমে আমরা কি প্রচার করছি! যা ইচ্ছা তাই কি প্রচার করা উচিত। ধনুকের তীর যেমন নিক্ষেপ করলে আর ফেরত আনা যায় না তেমনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবাদ একবার ভাইরাল হয়ে পড়লে তা ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য ব্যাপারই বটে। আর যারা মুক্ত সাংবাদিকতার ধুয়ো তুলে মানুষের জীবনকে নিয়ে যোগাযোগ মাধ্যমে দাবা খেলায় ব্যস্ত সে রকম মুক্ত সাংবাদিকতা কখনো কাম্য নয়। বরং দেশ ও সমাজ বিনির্মাণে মুক্ত সাংবাদিকতা চর্চাই হয়ে ওঠুক সবার প্রত্যাশা॥

শুভ জন্মদিন রবীন্দ্রনাথ

মারলিন ক্লারা বাড়ৈ

"চিরনতুনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ
হে নতুন দেখা দিক আরবার
জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।"

রবিঠাকুরের ১৬১ তম জন্ম দিবসে তার স্মরণে কিছু লিখতে বসে তারই কবিতা স্মরণে এলো। নিজের জন্মদিবস নিয়েও তিনি গান রচনা করে গিয়েছেন। কী চমৎকার তার বাণী ও সুর। এই হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাকে ছাড়া যেন নতুন কোন কথা বলার নেই। সমস্তই তিনি ভেবে গিয়েছেন এবং লিখেও গিয়েছেন। আমরা শুধু একটু অন্যভাবে বলতে পারি মাত্র।

আজকের এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমি উপসংহারে উপস্থাপন করব যা প্রায় সকল বইতেই পাওয়া যায়। এখন রবি কবিকে আমার নিজস্ব চিন্তায় অঙ্কন করার বাসনা জেগেছে মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা-মাতার চতুর্দশতম সন্তান, কনিষ্ঠ জন। অত্যন্ত অভিজাত এবং সম্ভ্রান্ত ঘরে তাঁর জন্ম। আগে তেরো জন সন্তানের সুন্দর সুন্দর নাম করণের পরেও এতো চমৎকার একটা নাম তাকে সমৃদ্ধ করেছে। রবি+ইন্দ্র। রবি হলো সকল গ্রহ উপগ্রহের অধিপতি, আর ইন্দ্র হলেন দেবরাজ।

শুরুতে তিনি "ভানুসিংহ" ছদ্মনামে লেখা আরম্ভ করেছিলেন। ভানু অর্থাৎ সূর্য এবং সিংহ হল পশুদের রাজা। সর্বত্রই শ্রেষ্ঠত্বের ছোঁয়া।

শিশুকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ চারিদিকের মানুষ এবং পরিবেশ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। শৈশবে মাতৃহারা রবিকে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে পাঠদানের চেষ্টা করা হলেও স্কুলের ধরাবাঁধা গণ্ডিতে তার মন মানেনি। তাই স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা তার অর্জন না হলেও গৃহশিক্ষকের কাছে জ্ঞানার্জনের কোন ত্রুটি হয়নি। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তার পিতা ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য তাকে বিলাত পাঠান। কবির অনুরাগ ছিল শিল্প-সাহিত্যের প্রতি। আইনের ওই কঠিন মার-প্যাঁচ তার ভালো লাগবে কেন। সেখানে তাঁর সেক্সপিয়ারের সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটে। বাস্তবতা অনুধাবন করে তার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে কলকাতা ফিরিয়ে আনেন। ক্রমশ তিনি সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেন।

পৃথিবীর যে গোলার্ধে সূর্য বর্তমান থাকে অর্থাৎ দিনের বেলা রবির আলো সর্বত্র পৌঁছে যায়। কোথাও সরাসরি মানে রৌদ্র রূপে, কোথাও ছায়া বা আবছায়া হয়ে। কিন্তু রাতের মতো অন্ধকার কখনো হয় না। তেমনি রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বিচরণ করেছেন দৃপ্ত পদক্ষেপে। কোথাও রোদ্দুর, কোথাও ছায়া হয়ে কিন্তু আছেনই তিনি সূর্যালোকের মতো।

তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, অঙ্কনশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সমাজ সেবক, রাজনীতিসচেতন, প্রজাবৎসল জমিদার এবং আরও বহুগুণে গুণান্বিত ছিলেন। বৃটিশ আমলে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম নন ইউরোপীয়ান নোবেল বিজয়ী হয়েছিলেন। আজ ১০৯ বছর পেরিয়ে গেলেও আর কেউ বাংলা সাহিত্যে নোবেল লাভ করতে পারেন নি।

২২ বছর বয়সে তাদেরই জমিদারি সেরেস্তার এক কর্মচারীর মেয়ে ভবতারিণীর সাথে রবীন্দ্রনাথের শুভ পরিণয় হয় নিজের নামের সাথে মিলিয়ে তিনি তার নতুন নাম রাখেন মৃণালিনী। সংসার জীবনে এই দম্পতি পাঁচ সন্তানের জনক জননী হন। পরে দু'জন সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটে।

পারিবারিক সমৃদ্ধ পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে অনেক এগিয়ে দিয়েছিল। সেই সাথে প্রকৃত সুশিক্ষিত সাহচর্য তাকে আরও বিকশিত হতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছে। তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। আমরা সকলেই জানি যে ভ্রমণে বিবিধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি নায়। রবীন্দ্রনাথ মোট ১২ বার বিদেশ সফরে গিয়েছিলেন এবং ৩০ টি দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভাবা যায়? তখন তো প্লেন ছিলো না, জাহাজে এবং গাড়িতে ভ্রমণ করতে হতো। তিনি জাপান, কানাডা, যুক্তরাজ্য, বার্লিন, শ্রীলংকা প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেন এবং নানা বিষয়ে বিপুল অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেন।

বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দু'টি স্বাধীন দেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুরকার।

১৩০২ বঙ্গাব্দে রচিত '১৪০০ বঙ্গাব্দে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সংশয় প্রকাশ করে লিখেছিলেন।

"আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি
আমার কবিতাখানি
কৌতুহল ভরে।"

মানুষ তো অমর নয়, কিন্তু মানুষ মৃত্যুর পরেও এই জগতে রয়ে যেতে চায়। 'সোনার তরী' কবিতায় তিনি বলেছেন, 'মহাকাল মানুষকে ভুলে যায়, ফেলে যায় কিন্তু তার কর্মগুলোকে সংরক্ষণ করে। তাই কর্মের মাঝেই কেবল অমরত্ব লাভ সম্ভব যদি তেমন যোগ্য কর্ম করে যাওয়া যায়।

এখন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ। সেদিন ১৩০০ বঙ্গাব্দে বসে তিনি ভেবেছিলেন কী জানি, শতবর্ষ পরে তার লেখা পড়ে দেখার আগ্রহ কারো থাকবে কী-না। অথচ আমাদের রবি যেন দিন দিন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সেখানে তার ব্যবহৃত গাড়িটি এখনো সংরক্ষিত আছে। তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন। তার ব্যবহৃত পোশাক, পাদুকা দেখেই তা স্পষ্ট বুঝা যায়। ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথের ডাইনিং টেবিলের সাদৃশ্যে গোল টেবিল এবং মাঝের অংশটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রত্যেকের সামনে খাদ্য পরিবেশন করা যায় এমন টেবিলে তিনি খেতেন। এই অবকাশে বলে রাখি, রাণীর টেবিল তো আমি দেখিনি, কিন্তু রবিঠাকুরের ওই টেবিলের আদলে আমিও একটি বানিয়েছি।

অত্যন্ত রুচিশীল এই কবির পোশাক, চলন, বলন সকলই ছিল অনুসরণীয়। ঠাকুর পরিবারের নারীরাও ছিলেন বেশ শিক্ষিত এবং রুচিশীল। আধুনিক বাঙালি নারীদের শাড়িপড়ার স্টাইল, ব্লাউজের ডিজাইন এসব এসেছে মূলত ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহল থেকেই।

আশি বছর বয়সে তিনি পরলোকে পাড়ি দিয়েছেন কিন্তু বাংলা সাহিত্য ও সমাজে তিনি আক্ষরিক অর্থেই অমর হয়ে আছেন। তাইতো প্রতি বছর আরও জাঁকজমকের সাথে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিক উদ্‌যাপন করা হয়। তিনি চির তরুণ। তা না হলে এই ২০২২ খ্রিস্টাব্দের তরুণ-তরুণীরা কেন তার লেখা ও সুর করা প্রেমের গানে মগ্ন হয়ে থাকে। প্রেমপত্র লিখতে হলে, মানপত্র লিখতে গেলে কেন রবীন্দ্রনাথের কাছে ধার করতে হয় পংক্তিমালা?

রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষেরা যুগে যুগে জন্মায় না। জানিনা আর কখনো এই মাপের কেউ এই দেশে জন্মাবেন কি না। তাকে নিয়ে লিখতে গেলে অধিকাংশই বাকি থেকে যায়। পরিশেষে বলবো। বিশ্বকবির জীবনেও শোক ছিল, দুঃখ-আনন্দ ছিল। যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগের যন্ত্রণাও তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। তারপরেও শান্ত, সৌম্য রবীন্দ্রনাথ তার নিরন্তর শিল্প সৃষ্টির মাধ্যমে অমরত্বের সাধনা করে গিয়েছেন।

আমরা ভালোবাসি তোমায় রবীন্দ্রনাথ,
শ্রদ্ধা করি অবিরত
এমনি করিয়া ফিরিয়া আসুক
তোমার জন্মদিন শত।

জীবন গল্পে কবিগুরু

জন্ম: ৭ মে, ১৮৬১ (২৫ বৈশাখ ১২৬৮)

মৃত্যু: ৭ আগস্ট, ১৯৪১ (২২ শ্রাবন ১৩৪৮)

কাব্যগ্রন্থ: ৫২টি, নাটক: ৩৮টি, উপন্যাস: ১৩টি, ছোটগল্প: ৯৫টি, প্রবন্ধ: ৩৬টি, গান: ১৯১৫টি ও অন্যান্য গদ্য॥

উট ও তার বাচ্চা

জনি জেমস মুরমু সিএসসি

এক উট ও তার বাচ্চা যখন একসাথে শুয়েছিল তখন হঠাৎ উটের বাচ্চা তার মাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা মা কেন উটের পিঠে এত উঁচু কুঁজ থাকে?" মা তাকে উত্তরে বলল, "আমরা যেহেতু মরুভূমির প্রাণী এবং আমাদেরকে মরুভূমিতে দীর্ঘসময় পানি না খেয়ে থাকতে হয়। তাই আমাদেরকে এই কুঁজের মাধ্যমে শরীরে পানি সংরক্ষণ করে রাখতে হয়"। উটের বাচ্চা তখন মা'কে বলল, "ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের পাগুলো তাহলে এত লম্বা কেন? " মা তখন তার বাচ্চাটিকে উত্তরে বলল, "আমাদের পাগুলো এত লম্বা কারণ আমাদেরকে মরুভূমিতে বালুর মধ্যে অনেক হাঁটতে হয়। আর আমাদের পাগুলো লম্বা থাকার জন্য আমরা অন্য যে কারো তুলনায় স্বাচ্ছ্যন্দে মরুভূমিতে হাঁটতে পারি।" বাচ্চাটি তখন বলল, "ও আচ্ছা, কিন্তু আমাদের চোখের পাতার লোমগুলো এত লম্বা কেন? কারণ এগুলোর জন্য তো মাঝে মাঝে আমি ভালোমত দেখতে পারিনা।" মা তখন গর্বের সাথে বলল, "এগুলো আমাদের চোখগুলোকে রক্ষা করে এবং ময়লা, ধুলা-বালি ও বাতাস থেকে চোখগুলোকে নিরাপদ রাখে।"

উটের বাচ্চা তখন তার মাকে বলল, "সবই বুঝলাম। মরুভূমিতে দীর্ঘসময়ের জন্য শরীরে পানি সংরক্ষণ করে রাখার জন্য আমাদের পিঠে কুঁজ আছে, বালির মধ্যেও স্বাচ্ছ্যন্দে হাঁটার জন্য আমাদের লম্বা পা আছে এবং চোখের নিরাপত্তার জন্য চোখে লম্বা লোম রয়েছে। কিন্তু সবকিছু থাকার পরও তাহলে আমরা চিড়িয়াখানায় কেন ?

এই ছোট গল্পের নীতিশিক্ষা হল: কেবল মাত্র সঠিক জায়গাতেই দক্ষতা, জ্ঞান, সামর্থ্য এবং অভিজ্ঞতা এগুলো থাকা সার্থক বা উপকারী হয়॥

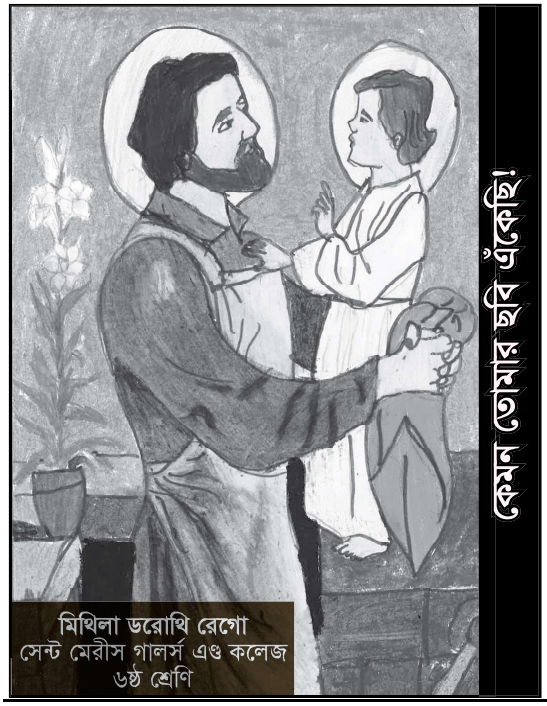

যুদ্ধ মানে

খোকন কোড়ায়া

যুদ্ধ মানে শত্রু মিত্র
যুদ্ধ মানে লাশ
যুদ্ধ মানে ত্রাসের রাজ্যে
নিত্য বসবাস।
যুদ্ধ মানে শিশুর কান্না
যুদ্ধ মানে ধর্ষণ
যুদ্ধ মানে এলোপাথাড়ি
ক্ষোভের গোলা বর্ষণ।
যুদ্ধ মানে দেশান্তরী
দুর্ভোগের নেই শেষ
যুদ্ধ মানে মাতৃভূমির
করুণ মলিন বেশ।
যুদ্ধ মানে কারো বাণিজ্য
কারো দাবার চাল
যুদ্ধ মানে বিশ্বাস আর
ভালবাসার আকাল।
যুদ্ধ মানে মানবতার
বিশাল কবরখানা
যুদ্ধ মানে সভ্যতার বুকে
প্রবল আঘাত হানা।

চলো বদলে দেই

রুমা জেকলিনা কস্তা

এক মুহূর্তেই বিদেহী আত্মা
কোথায় চলে যায়
আমরা কি কেউ জানি!
জীবনের দাম্ভিকতায়
আমরা তবুও কত
দুরত্ব টেনে আনি।

ধনী-গরিবের ভেদাভেদে
মানসিকতার নামে অবক্ষয়
তোমাতে আমাতে প্রেম নাহি হয়;
জীবনে ঘোর সংশয়
তবুও আমাতে তোমাতে
কত বিভেদ রয়,
আমার যা ভালো লাগে
তোমার তা নয়,
এমনই মিল-অমিলের খেলা
চলে সর্বক্ষণ সর্বময়।

কি হয় যদি আছি যত দিন
সম্পর্কটা হবে মধুর
হবে তুলনাহীন,
আমার চাওয়াগুলো তোমাতে বিলীন।
রবে না কোনো যুদ্ধ,
রবে না কোনো হিংসা,
এই পৃথিবীতেই
সবাই পাবে স্বর্গের দিশা।

চলো না এমন এক পৃথিবী বানাই
যেখানে রবে শুধু
ভালোবাসা আর সুখ,
রবে না অত্যাচার, রবে না হিংসা
ভালোবাসায় ভরবে পৃথিবী
সুখ জুড়ে রবে পৃথিবীময়।

সিলেট ধর্মপ্রদেশের প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা উদ্‌যাপন

লুটমন এডমন্ড পড়ুনা ▯ প্রতি বছরের ন্যায় কারিতাস সিলেট অঞ্চলের প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা গত ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমঙ্গল শ্রমিক সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীতে কারিতাস সিলেট অঞ্চল ও সিলেট ধর্মপ্রদেশের যৌথ উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয়। তীর্থযাত্রায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, বিশেষ অতিথি ছিলেন কারিতাস সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক বনিফাস খংলা এবং সভাপতি ছিলেন শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি এবং আরো উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ। এ বছরের প্রতিপাদ্য ছিল-"প্রভুতে আনন্দ কর, আর নেই ভয়।" প্রতিবন্ধী ভাইবোন, অভিভাবক এবং স্বেচ্ছাসেবকসহ সর্বমোট ২০০ জন অংশগ্রহণকারী তীর্থযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন।

১১ এপ্রিল, ২০২২ বিকাল ৫ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয়। কবুতর অবমুক্ত ও বৃক্ষ রোপনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

কারিতাস বাংলাদেশের ভালবাসা ও সেবায় ৫০ (পঞ্চাশ) বছরের পথ চলায় মোমবাতি প্রজ্বালন করেন প্রতিবন্ধী ভাইবোন, অভিভাবক এবং অতিথিগণ। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি। বনিফাস খংলা যারা বিভিন্ন বাগান ও পুঞ্জি থেকে এসেছেন তাদের সকলকে কারিতাসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। এরপর বিনয় লুক রড্রিক্স তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। বিশপ মহোদয় তার উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন-"প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কারও পাপের ফল বা অভিশাপ নয়। ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে সুন্দর করতে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের ভাল কাজের বৈশিষ্ট্য আমাদের হৃদয় দিয়েই প্রকাশ পায়।"

দ্বিতীয় দিন ১২ এপ্রিল সকাল ১০:৩০ মিনিটে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভালবাসা, সেবা ও যত্ন বিষয়ে আমাদের করণীয় বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি। এরপর ক্রীড়া কমিটির সঞ্চালনায় প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের উপযোগী খেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবন্ধী ভাইবোন ও স্বেচ্ছাসেবকদের সঞ্চালনায় বিকাল ৪ টায় ক্রুশের পথ, রোজারিমালা ও আলোর শোভাযাত্রা করা হয়। এরপর রাত ৮ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় দিন ১৩ এপ্রিল সকালে প্রতিবন্ধী ভাইবোন ও অভিভাবকদের জন্য পাপস্বীকার অনুষ্ঠান, ফাদার ও সেমিনারীয়ানগণ প্রতিবন্ধী ভাইবোনদের পা ধুয়ে দেন এবং এর পর খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১:৩০ মিনিটে শায়েস্তাগঞ্জের সমতা প্রকল্পের শিশুদের অভিভাবক ও তীর্থযাত্রীদের সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ভবিষ্যৎ করণীয় ও প্রকল্প অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দুপুর ১ টায় অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি ব্যক্ত, প্রোগ্রামের সার্বিক মূল্যায়ন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধী ও অভিভাবকদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে তিন দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেদের বিশ্বাসের তীর্থ

এডুয়ার্ড হালদার ▯ গত ৬-৮ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসে সাতটি ধর্মপল্লী ও ১টি উপ-ধর্মপল্লীর প্রতিবন্ধী ভাই-বোনদের নিয়ে বিশ্বাসের তীর্থযাত্রা-২০২২ পালন করা হয়। ৬ এপ্রিল বিকালে উদ্বোধনী প্রার্থনা দিয়ে দিনের যাত্রা শুরু করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাই-বোনদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। বিশ্বাসের তীর্থ যাত্রার উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, পালক-পুরোহিত গৌরনদী ধর্মপল্লী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেশ কয়েকজন ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও কারিাস বরিশাল অঞ্চলের কর্মীগণ।

'প্রভুতে আনন্দ কর, আর নেই ভয়' মূলসুরের আলোকে সহভাগিতা করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালি গোমেজ। বিশেষ ভাই-বোনদের নিয়ে হাতের কাজ, খেলাধূলা পরিচালনা করেন যোয়াকিম বালা এবং অভিভাবকদের নিয়ে সহভাগিতা ছিল তীর্থ যাত্রার অংশ বিশেষ। পরিচালনা করেন সিস্টার মেরী লাকী এলএইচসি। প্রতিবন্ধী বিশেষ ভাই-বোনদের নিয়ে ক্রুশের পথ, পা ধোয়ান অনুষ্ঠান এবং রোজারি প্রার্থনা দ্বারা তাদের আধ্যাত্মিক যত্ন নেওয়া হয়।

বিশেষ ভাই-বোনদের তীর্থ যাত্রা আয়োজন করেন স্বাস্থ্যসেবা কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস। বিশ্বাসের এ তীর্থযাত্রায় ৯৮ জন অংশগ্রহণ করেন। তীর্থযাত্রাটি অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, গৌরনদী। সমাপনী খ্রিস্টযাগ এবং উপহার প্রদানের মধ্যদিয়ে দুই দিনের তীর্থযাত্রা সমাপ্ত হয়॥

কাটেখিস্ট মাস্টারদের নির্জন ধ্যান

সিলভেষ্টার হাসদা ▯ গত ৫ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার ধানজুড়ি ধর্মপল্লীর অন্তর্গত পাটাজাগির সাব-সেন্টারের লালঘাট গ্রামে কাটেখিস্ট মাস্টারদের অর্ধ-দিবস নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৫ জন কাটেখিস্ট

মাস্টার অংশগ্রহণ করে। শুরুতে ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু প্রার্থনার মধ্যদিয়ে তাদেরকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। তারপর তিনি "পুনরুত্থান নব জীবনের আনন্দ" এ বিষয়ের উপর সহভাগিতা করেন। তাছাড়া তপস্যাকালে নিজেদের প্রস্তুতির গুরুত্ব তাদের কাছে তুলে ধরেন। টিফিন খাওয়ার পর ফাদার ভিনসেন্ট ও কাটেখিস্ট মাস্টার সিলভেস্টার হাঁসদা পুণ্য সপ্তাহের বিভিন্ন কার্যাবলী আলাপ-আলোচনা করেন। অতপর খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু। পুণ্য সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর তিনি উপদেশবাণী প্রদান করেন। সেই সাথে তিনি পুনরুত্থান উৎসব / পাস্কা পর্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য সবাইকে আহ্বান করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে দুপুরের খাবার পরিবেশন করা হয়। পরিশেষে, ক্ষুদ্র মূল্যায়নের মধ্যদিয়ে অর্ধ-দিবস নির্জন ধ্যান মেলা সমাপ্ত করা হয়॥

"অতিমারী, মনোজগৎ ও বাস্তবতা এবং সমবায় বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার"

হেলেন গমেজ ▯ বিগত ২৬ মার্চ, শনিবার,২০২২ খ্রিস্টাব্দ কাফরুল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নারী ও যুব বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত "অতিমারী, মনোজগৎ ও বাস্তবতা এবং সমবায় বিষয়ক শিক্ষা সেমিনার" অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের শুরুতে নারী বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক হেলেন গমেজ এবং যুব বিষয়ক উপ-কমিটির আহ্বায়ক রোনাল্ড সনি গমেজ স্বাগত বক্তব্য ও সেমিনারের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এরপর মাননীয় সহ সভাপতি পিটার তরুন গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন। সেমিনারটির দুইটি পর্ব ছিল। ১ম পর্বের মূল বিষয় ছিল, "সমবায় বিষয়ক শিক্ষা"। সমিতির সম্মানিত প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ নোয়েল চার্লস গমেজ এ বিষয়ে অত্যন্ত সহজ সরলভাবে অত্র সমিতির বিভিন্ন নীতিমালা, প্রোডাক্ট ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি সম্পর্কে উপস্থিত সদস্যদের নিকট বক্তব্য প্রদান করেন।

২য় পর্বে "অতিমারী, মনোজগৎ ও বাস্তবতা" এর উপর বক্তব্য রাখেন সিস্টার লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও। করোনা কালীন সময়ের আগের ও পরে মানুষের বাস্তবজীবনে মনের উপর যে প্রভাব পড়ছে এবং পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মানুষ আজ বিপর্যস্ত, সে সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সহজ আঙ্গিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। প্রতিটি সেশনেই সদস্য-সদস্যারা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

এরপর স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে ৯৩জন সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করেন। পরিশেষে, সমিতির সভাপতি রিচার্ড ভিনসেন্ট গমেজ-এর ধন্যবাদ বক্তব্যের মধ্যদিয়ে সেমিনারটি শেষ করা হয়॥

নওগাঁর ধামইরহাটে কারিতাস বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন

অসীম ক্রুশ ▯ "ভালোবাসা ও সেবায় ৫০ বছরের পথ চলা"– এ মূলসুর ঘিরে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহী অঞ্চলের উপজেলা পর্যায়ের সুবর্ণজয়ন্তী নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলা অডিটরিয়ামে উদ্‌যাপন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার (বাবলু), মাননীয় সংসদ সদস্য-৪৭; নওগাঁ-০২, পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলা এবং সভাপতি- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজাহার আলী, উপজেলা চেয়ারম্যান, ধামইরহাট উপজেলা এবং জনাব গনপতি রায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধামইরহাট উপজেলা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বলেন, কারিতাস নিজেদের কার্যক্রমের মাধ্যমে মানবতা প্রকাশ করছে। আমি ভবিষ্যতে কারিতাসের সকল কাজে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের সহযোগিতা করবো।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন, কারিতাসের ৫০ বছরের সুবর্ণজয়ন্তীর জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আজ কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন উপস্থাপনায় জানা গেছে সরকারের পাশাপাশি দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করছে। এতে আমরা খুব আনন্দিত। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল- স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য অর্জন সহভাগিতা, কারিতাসের কার্যক্রমের উপর জীবনসাক্ষ্য প্রদান অতিথিদের উত্তরীয় ও জুবিলী সম্মাননা প্রদানসহ ক্রেস্ট প্রদান ইত্যাদি। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দীপক এক্কা, কর্মসূচি কর্মকর্তা (ডিএম), কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল॥

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত উষারাণী রোজারিও

জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত : স্বামী রেজিন্যাল্ড ডি'রোজারিও
ডাঙ্গীর বাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

দু'টি বৎসর পার হয়ে গেল **'মা'** তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। আমাদের দ ভাইবোনদের সর্বদা তোমার আঁচলে আগলে রেখেছিলে বুঝতে দাওনি প্রকৃত ভালবাস অভাব। তোমাকে ঘিরে আমরা সব ভাই-বোন এক হতাম, কত আনন্দ করতাম ত আজ, তোমার এই শূন্যতা আমাদের হৃদয়ে বড় বাজে। বিশেষভাবে আমরা যারা তোম খুব কাছাকাছি কিংবা সঙ্গে ছিলাম-ক্লান্ত হয়ে বাইরে কিংবা অফিস থেকে এসে যখ তোমার শান্ত হাসিমুখ খানা দেখতাম তখন বড় শান্তি পেতাম। তাই বুঝতে পারিনি আ তোমার নিরব উপস্থিতি এবং তোমার মধুর কণ্ঠস্বর সর্বদা আমাদের এক পবিত্র অদৃশ ভালবাসায় আবৃত করে রেখেছিলো। এখন আর কেউ নেই আমাদের মনের কথাগু শুনার এবং বিশ্বাস ভরা সান্ত্বনার বাণী শুনাবার। বড় বেশি আস্থা ছিল তোমার ঈশ্বরে উপর এবং সর্বদা আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে, তাই তো আমরা ছিলাম নিরাপ আশ্রয়ে। এখন বড় ভয় হয় মা ভীষণ অসহায় হয়ে গেলাম আমরা। হৃদয় গহীনে তোম শূন্যতা গুমড়ে-গুমড়ে কাঁদছে চোখে আমাদের কারো জল নেই। কিন্তু এক চাপা ব্যাথ আমাদের হৃদয় সর্বদা কাঁদছে এবং সর্বদা যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই তো আমরা মানসিকভা খুবই দুর্বল হয়ে গেছি 'মা'। বর্তমান এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা আরো ভীত! তু এবং বাবা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং যত্ন নাও, সান্ত্বনা দাও যেন বর্তম এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে, সৎভাবে জীবনপথে এগিয়ে যে পারি তোমার কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি।

শোকসন্তপ্ত পরিবার

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-রেমণ্ড, জয়ছি-রবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি
নিশুতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিঠু-মালা, আশীষ-কবিতা, তাপস, হিমেল রোজারি
নাতি ও নাতি বৌ : রূপম-এ্যানি, রেসি-অতশি, আর্থার, ক্যারল, ম্যানি
নাতনী ও নাতীন জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, চেইজ, রঙ্গন, ঈশান ও এছিয়া।

বিজ্ঞ/১৩০/২২

MATHBARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

এমসিসিসিইউএল/১০১/২০২১-২০২২ ২৩/৪/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি
(১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টা ০১ মিনিটে সমিতির নিজস্ব অফিস জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের **৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা** অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য/সদস্যাদের যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ,

টারজেন যোসেফ রোজারিও
সেক্রেটারি
এমসিসিসিইউএল

রঞ্জন রবার্ট পেরেরা
চেয়ারম্যান
এমসিসিসিইউএল

বি: দ্রঃ সকাল ৮টা ০১ মিনিটে ১০ টার মধ্যে যে সমস্ত সদস্য/সদস্যা উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন তাদের মধ্যে লটারীর মাধ্যমে কোরাম পূর্তির বিশেষ আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিজ্ঞ/১২৯/২২

Fida International Bangladesh

Job Vacancy Announcement

Fida International Bangladesh is a registered INGO working in Bangladesh since 2010. It is funded by the Fida International Finland. Our main goals and objectivesare to work for the slum dwellers, poor and needy people in the field of health, education and economic sustainable development. Most of our activities are urban based in Dhaka district, Bangladesh.

We are going to appoint following positions for the Joy & Hope School & Project, which is under the Fida International Bangladesh. Applications are invited from the qualified and experienced Bangladeshi citizens as follows:

Name of the Post	Positions	Roles & Responsibilities	Qualifications	Experiences	Age Limit
1. Asst. School Teacher for Joy & Hope School.	01	Teaching Math, Science&English for Class V to VIII in Bangla medium.	Hon. &Master Degree in Math or English	At least 5 years working experiences in teaching all subjects for class V to VIII in Bangla Medium School.	25 to 35 years
2.Female Cleaner for Joy & Hope School.	01	Cleaning the Building and School Campus.	Class VIII	At least 3 years working experiencesin Cleaning Service.	20 to 30 Years
3.Security Guard for Joy & Hope Project and also for the Hesburger Building	01	Day & Night Safety and Security for the Joy & Hope Project and also for Hesburger Building.	Class VIII to X	At least 3 years working experiences as Security Guard.	25-35 Years

Interested candidates are hereby requested to submit their application along with their C.V on or before the 13th of May 2022. Please apply with your recent Passport size Photograph. National ID's Photocopy, Reference of two non-related leaders, with their Mobile Phone and Email address. You need to mention your Email address and Mobile Phone numbers forcontacting with you for interview. Please write the Position's name on the top of the Envelope. Salary will be given as per the organization's salary structure.

Please note that Fida authority retain the rights, to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the requirements of the organization. A short-listed candidates will be called for interview. Please Mail your application to:

The Executive Director
Fida International Bangladesh
346 East Padardia, Satarkul Road
North Badda, Dhaka-2941

Dated: April 20, 2022

বিজ্ঞ/১২৭/২২

SALMELA INTERNATIONAL SCHOOL

346 EAST PADARDIA,
SATARKUL ROAD,
NORTH BADDA,
DHAKA- 1212
BANGLADESH

JOB VACANCY

Salmela International School is an English Medium School conducted by `Joy & Hope Trust'.

Applications are invited from qualified and experienced Bangladeshi citizens for the following position:

Name of the Post of Teacher	Post	Education Qualifications	Experiences	Additional Requirement
1. Teacher with teaching experiences up to Grade **V** for all the subjects.	01	University Graduate	Minimum 03 years working experiences with a reputed English Medium School in Bangladesh. More experience will preferable. **(Pure candidate from English Medium or English Version).**	1. Age-25-40 years. 2. High level of proficiency in English (both verbal & written and ablity to speaking in english fluently) is essential. 3. IT knowledge in MS Office is essentially required.

Interested candidates are requested to send and submit their applications' softcopy and hardcopy along with C.V on or before the 31st May 2022 to the mentioned address below. Please apply with your recent Passport size Photograph, National ID's photo copy, job experience certificates, and Pastor/Father/Bishop's reference from your church. Write the Position's name on the top of the Envelope.

Please note that **Salmela International School Authority** reserves the right to accept or to reject any or all applications, if it is not submitted according to the above requirements.

Mail your application to:

The Chairman
Salmela International School
Email: sis.chairman@sis.com.bd
346 East Padardia, Saterkul Road,
North Badda, Dhaka-2941

For any query, please contact us: Visit us: +8801321749596 www.sis.com.bd

বিজ্ঞ/১২৬/২২

পানজোরাতে মহান সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও আগামী ১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ শুক্রবার, নাগরীর পানজোরাতে পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থোৎসব মহাসমারোহে পালন করা হবে। এই তীর্থোৎসবে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১,০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র। এছাড়াও যারা তীর্থভূমি উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে চান তাদেরকে সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

পর্বকর্তাদের শুভেচ্ছাদান সরাসরি নাগরী ধর্মপল্লীতে অথবা স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মধ্যদিয়ে দিতে পারবেন।

ঐতিহ্যবাহী পানজোরার অলৌকিক কর্মসাধক মহান সাধু আন্তনীর এই মহাতীর্থোৎসবে যোগদান ক'রে তাঁর মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়া-আশীর্বাদ লাভ করতে আপনারা সকলেই আমন্ত্রিত।

চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

- ৪২ টি পাকা টয়লেট নির্মাণাধীন, যা এবারের পর্বে ব্যবহার করা যাবে।
- জমি ভরাটের কাজ চলমান।
- দক্ষিণের জলাশয় (পুকুর) ভরাট ও উত্তরের রাস্তা প্রশস্তকরন সম্পন্ন হয়েছে।
- চারিদিকে পানি নিষ্কাশন (ড্রেনেজ) ব্যবস্থা করা হবে।
- চ্যাপেলের ভিতর নতুন করে আস্তর করা হবে।

এসব চলমান উন্নয়ন কাজে আপনিও শরিক হয়ে সাধু আন্তনীর বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করুন।

❖ অনুগ্রহ করে মাস্ক পরুন ও সরকারি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। ❖ প্রয়োজনীয় পানীয় জল ও ঔষুধ সঙ্গে রাখবেন।

নভেনা খ্রিস্টযাগ	পর্বীয় খ্রিস্টযাগ
৪ - ১২ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ	১৩ মে ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ, শুক্রবার
সকাল ৬:৩০ মিনিট	১ম খ্রিস্টযাগ- সকাল ৭টা
বিকাল ৪টা	২য় খ্রিস্টযাগ- সকাল ১০টা

যোগাযোগের ঠিকানা ➢ ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ
পাল-পুরোহিত, নাগরী ধর্মপল্লী
মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৩১১১৯৯

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত, সহকারী পাল-পুরোহিত,
পালকীয় পরিষদ ও খ্রিস্টভক্তগণ
নাগরী ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/১২৪/২০২২

প্রয়াত সিমন দাস
জন্ম: ২ মে, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ মে, ২০15 খ্রিস্টাব্দ।
গ্রাম: ফকিরগঞ্জ (খ্রিস্টান পাড়া)
আটোয়ারী, পঞ্চগড়।
ধর্মপল্লী: রুহিয়া, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ।

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি রবে নিরবে, আমাদের হৃদয়ে...

প্রিয় বাবা,

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই বেদনা বিধূর দিনটি ২ মে, এই দিনে তুমি হঠাৎ করে আমাদের ফাঁকি দিয়ে শোকের সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে পরম পিতার গৃহে।

তোমার এই শূণ্যতা আমরা প্রতিটা মুর্হূতে অনুভব করি। বাবা, তোমার এই হাস্যজ্জল মুখখানি চোখের সামনে ভেসে উঠলে আমরা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠি। তুমি পরিবারের সকলকে তোমার ভালবাসায় আগলে রেখেছিলে। তুমি তোমার দুই ছেলেকে আদর করে বাবা ডাকতে, দুই মেয়ে এবং ছেলেবৌকে ডাকতে মা, আর নাতি-নাতনীদের ডাকতে দিদিভাই আর দাদাভাই। তোমার এই ভালবাসার ডাকটি এখনও শুনতে পাই হৃদয় গভীরে।

তোমার সততা, ধার্মিকতা, অমায়িক হাসি, সরলতা এবং স্নেহপরায়ণতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় তোমার আদর্শ ও ভালবাসা। বাবা স্বর্গধাম থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা শত প্রতিকূলতার মাঝেও তোমার দেখানো আদর্শ পথে চলতে পারি। আমাদের বিশ্বাস ঈশ্বর স্বর্গধামে তোমায় চিরশান্তি দান করেছেন।

তোমার শোকার্ত পরিবারবর্গ

স্ত্রী :	খ্রিষ্টিনা দাস
বড় ছেলে :	প্রদীপ এল. দাস
ছোট ছেলে :	মাকারিয়াস দাস (ইন্সপেক্টর অব পুলিশ)
বড় মেয়ে :	রেজিনা দাস
ছোট মেয়ে :	এলিজা দাস
ছেলের বৌ :	কৌশলা দাশ এবং ডেইজী ব্রীজেটা রিবেরু
নাতনি :	লাবণ্য, অঙ্কনা, এথিনা, ফিওনা, সুজন্তা এবং নিশি দাস
নাতী :	বিপ্লব, উত্তম, রনি, সোহাগ এবং কাজল দাস

বিজ্ঞ/১২৫/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা-১৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 16
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ১৬
Regd. No. DA-33
❖ 1 - 7 May, 2022, ১৮ - ২৪ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তলোকে তৃতীয় বর্ষ

বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরি তোমায়

প্রয়াত মিস. বেনেডিক্টা গমেজ (বেনাদী দিদি)

জন্ম: ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

হে মহাজীবন, হে মহামরণ ... আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা পরাও পরাও জ্যোতির টিকা ...

তোমার চলে যাওয়ার তৃতীয় বছর।
মহামরণ তোমার মহাজীবনকে মহিমান্বিত করেছে। ম্লান করতে পারেনি কখনও।
জীবনকালে তুমি জ্বেলেছ প্রদীপ শিখা, পরিয়েছ জ্যোতির টিকা বহু মানবেরে!
তুমি আমাদের জীবনের ধ্রুবতারা, নিঃসীম শূন্যতার পূর্ণতা।
তুমি আমাদের বিন্দু ও মাত্রা, সকল কাজের পূর্ণতা।
নিত্যকর্মের আবাহনীতে তুমি প্রাণ-প্রেরণা, উদ্যম ও গতিশক্তি,
আমাদের ছায়াতল ও শিরোপা তুমি!
তোমার অমিয় স্নেহধারায় আমরা নিরন্তর সজীব ও সিক্ত।
তোমার আশীর্বাদ ও আদর্শ আমাদের চলার পথের পাথেয় ও আলোক নির্দেশনা।
আমাদের মনোমন্দিরে তুমি সতত জাগ্রত, পূজিত ও আরাধ্য, স্মৃতিতে ভাস্বর ও অবধারিত মননে।
তোমাকে জানাই হৃদয় নিঃসৃত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা, সীমাহীন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।
অনন্তলোকে অন্তহীন হয়ে মহাশান্তিতে থেকো তুমি পরম পিতার পুণ্য সান্নিধ্যে।

তোমার স্নেহভাজন-

ভাই ও ভাইবউ: যেরোম ও মনিকা গমেজ (মনি)
ভাইপো ও তাদের পরিবার: অজিত-মনিকা ও স্বপ্ন, অসীম-নিপা ও অংশীতা, অসিত-কাঁকন, অতসী ও সপ্তর্ষি
ভাইঝি: সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

বেনেডিক্টা ভিলা, তেঁতুইবাড়ী, পো: উলুখোলা, জেলা: গাজীপুর

বিজ্ঞ/৮৬/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org